* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 10

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ২০০ সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৮ (৮ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক) Thursday, Sept. 30, 1971.

দাম—২২ পয়সা (22 Paise)

সর্দি ও কাশিতে দুলালের তাপমিছরী

উৎসবে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগে উৎসব-নগরীর বিধ্বস্ত চেহারা

পুজো মণ্ডপ লণ্ডভণ্ড, বিস্তীর্ণ অঞ্চল অন্ধকার

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগে উৎসব-নগরী ও শহরতলির জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ায় সারা তল্লাটের বিপর্যস্ত চেহারা। দেড় শ-রও বেশি পূজামণ্ডপ বিধ্বস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত। বিদ্যুৎ-তার ছিঁড়ে নানা অঞ্চল সম্পূর্ণ অন্ধকার। হাওড়ার শিবপুরে ছেঁড়া তারের সংস্পর্শে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ট্রাম বাস কম; কোথাও প্রত্যাহৃত, কোথাও বা চলাচল অনিয়মিত। ট্রেন ব্যবস্থাও বিঘ্নিত।

ভোর থেকেই এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চল দিয়ে ঘণ্টায় দেড়শ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। কলকাতায় ঝড়ের গতিবেগ ওঠে প্রায় একশ কিলোমিটরে। মেদিনীপুরের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত যোগাযোগের চেষ্টা করেও টেলিফোন সংযোগ পাওয়া যায়নি। ক্যানিং-এর কাছে একটি পুলিশ লনচ ডুবির সংবাদ আসে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের খবর খুবই উদ্বেগজনক। তাঁরা জানান, অস্বাভাবিক নিম্নচাপের ফলে বুধবারের যে ঝড়ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় গত ২০ বছর বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে তার দ্বিতীয় নজির নেই। গত বছরের পূর্ববঙ্গের ভয়াবহ ঝড় ১৯৪২-এর

আজ কয়েক পশলা বৃষ্টি

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ বৃহস্পতিবার কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে।

মেদিনীপুরের ভয়ংকর ঝড়েও বায়ুর এরকম নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়নি।

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতা মহানগরী ও উপকণ্ঠের বহু অঞ্চলে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক তার বিধ্বস্ত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এসে দুর্যোগের মাত্রা ষোলকলা পূর্ণ করে। ঝড়ের দাপটে কোন কোন অঞ্চলে বাতিস্তম্ভ এমন কী বড় বড় গাছও উপড়ে পড়ে। দু-এক জায়গায় বাড়িঘরও ধসে পড়ে। ট্রাম, ট্রেন, বিমান ও বন্দরে জাহাজ চলাচল বিপর্যস্ত। বাসও রাস্তায় কম বার হয়। সব মিলে মহানগরীর জীবনযাত্রায় চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

আবহাওয়ার খবর

কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় এদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯৮ কিলোমিটার। বাইরে এই বেগ ঘণ্টায় কোথাও কোথাও একশো কিলোমিটার এবং তার বেশিও হয়। কলকাতায় এদিন মোট বর্ষণ হয় ৬ সেনটিমিটার।

৮৮·৫ ডিগরি দ্রাঘিমার পূর্ব-

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

বুধবার অল্পই প্রতিমা নিরঞ্জন

স্টাফ রিপোরটার

দুর্যোগের মধ্যেও বুধবার গঙ্গার ঘাটে অল্প কিছু দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। অন্যান্যবারের তুলনায় ওই সংখ্যা হবে শতকরা ২৫টির মত। বেশিরভাগই বাড়ির পূজোর। সার্বজনীন পূজোর প্রতিমা নিরঞ্জন তেমন একটা হয়নি। যাও হয়েছে, তেমন শোভাযাত্রা ছিল না। আজ বৃহস্পতিবার—লক্ষ্মীবার। এদিন মাকে অনেকেই বিসর্জন দিতে চান না। তাই শুক্রবারই হবে ওই নিরঞ্জন উৎসব। দৃক্‌সিদ্ধ পাঞ্জিকা অনুযায়ী অবশ্য বুধবার ছিল নবমী।

বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি তার সঙ্গে দমকা হাওয়া—সব কিছু মিলিয়ে এদিনকার আবহাওয়া ছিল নিরঞ্জন উৎসবের পরিপন্থী। গঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি লরি, টেমপো, রিকসার সঙ্গে সঙ্গে জনসমুদ্রের সে চেহারা এদিন রাত্রে কেউই দেখতে পাননি। তার জায়গায় ঘাটগুলির আশেপাশে ঘন অন্ধকার। বৃষ্টি, ভারি বৃষ্টি। দু-একখানি প্রতিমা গঙ্গার ঘাটে নিরঞ্জন হচ্ছে। আলোর রোশনাই নেই। নেই কোন কোরাস ধ্বনি। নীরবতার মাঝে দুর্গা মাইকি জয়ের ধ্বনি কানে ভেসে আসছিল। ঘূর্ণি ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ, ঢাক-ঢোলের মৃদু আওয়াজ গঙ্গার দুধারের নিস্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে চমকে দেয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের আগেই বৃষ্টিতে কোন কোন প্রতিমার হাত ও অন্যান্য অঙ্গ মাটিতে খসে পড়ে। মানিকতলার এক ভদ্রলোক জানালেন 'দুর্যোগের মধ্যে আজ মাকে বিসর্জন দেবার ইচ্ছে ছিল না। তবে বুঝতেই

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কাঁথিতে ঘর ভেঙে নিহত ৪

স্টাফ রিপোরটার

বুধবারে প্রচণ্ড ঝড়ে কাঁথি শহরে একটি ঘর ভেঙে পরিবারের চার জনেরই মৃত্যু ঘটে।

গভীর রাত্রে কাঁথি থানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হলে ওই দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁরা দেন। প্রকাশ, কাঁথির ক্যানালপাড়া নামক জায়গায় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। গৃহকর্তা জনৈক মোটর চালক তখন বাইরে ছিলেন। ঘরে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও দুটি মেয়ে। ঘর চাপা পড়ে তারা সবাই মারা যায়।

থানা জানায়, সকাল থেকেই ঝড় চলছে, রাতেও বিরাম নেই। সর্বত্র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদের পক্ষেও সব জায়গার সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। তবে তাঁরাও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

বিজয়ার ছুটি

আজ বিজয়া—দৃক্‌সিদ্ধ পাঞ্জিকা মতে। আনন্দবাজার পত্রিকার সকল বিভাগ এই উপলক্ষে বন্ধ। আগামীকাল তাই পত্রিকার কোন সংস্করণই প্রকাশিত হবে না।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রী গ্রোমিকো

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৯ সেপটেম্বর—সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআন্দ্রেই গ্রোমিকো গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, পূর্ববাংলায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা নিছক পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যামাত্র নয়।

শ্রীগ্রোমিকো বলেন, পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার শরণার্থী আসার ভারতে দেখা দিয়েছে তীব্র সমস্যা। ভারতকে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভারতের অর্থনীতির উপরও চাপ পড়েছে ভয়ানক। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব বাংলার সমস্যা এবং ঐ এলাকার উত্তেজনা প্রশমনের একটিই পথ, তা হল বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান।

শ্রীগ্রোমিকো আরও বলেন, এশিয়ার নানা স্থানে উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। ভারত উপমহাদেশে বিপদ আরও বেশি। পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতির দরুণ ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ববঙ্গের আশেপাশের সব কয়টি রাষ্ট্রের স্বার্থই এর সঙ্গে জড়িত। তারা চায় অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হোক। ভারতে যে শরণার্থীরা এসেছেন, তাঁদের অবিলম্বে পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তাঁদের নিরাপত্তার গ্যারানটি পেলে তবেই তা হতে পারে। পূর্ববঙ্গের এখনকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং তা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যামাত্র নয়। —ইউ এন আই

ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রতিমা নিরঞ্জন। বুধবার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটঘাট। —নিজস্ব-চিত্র

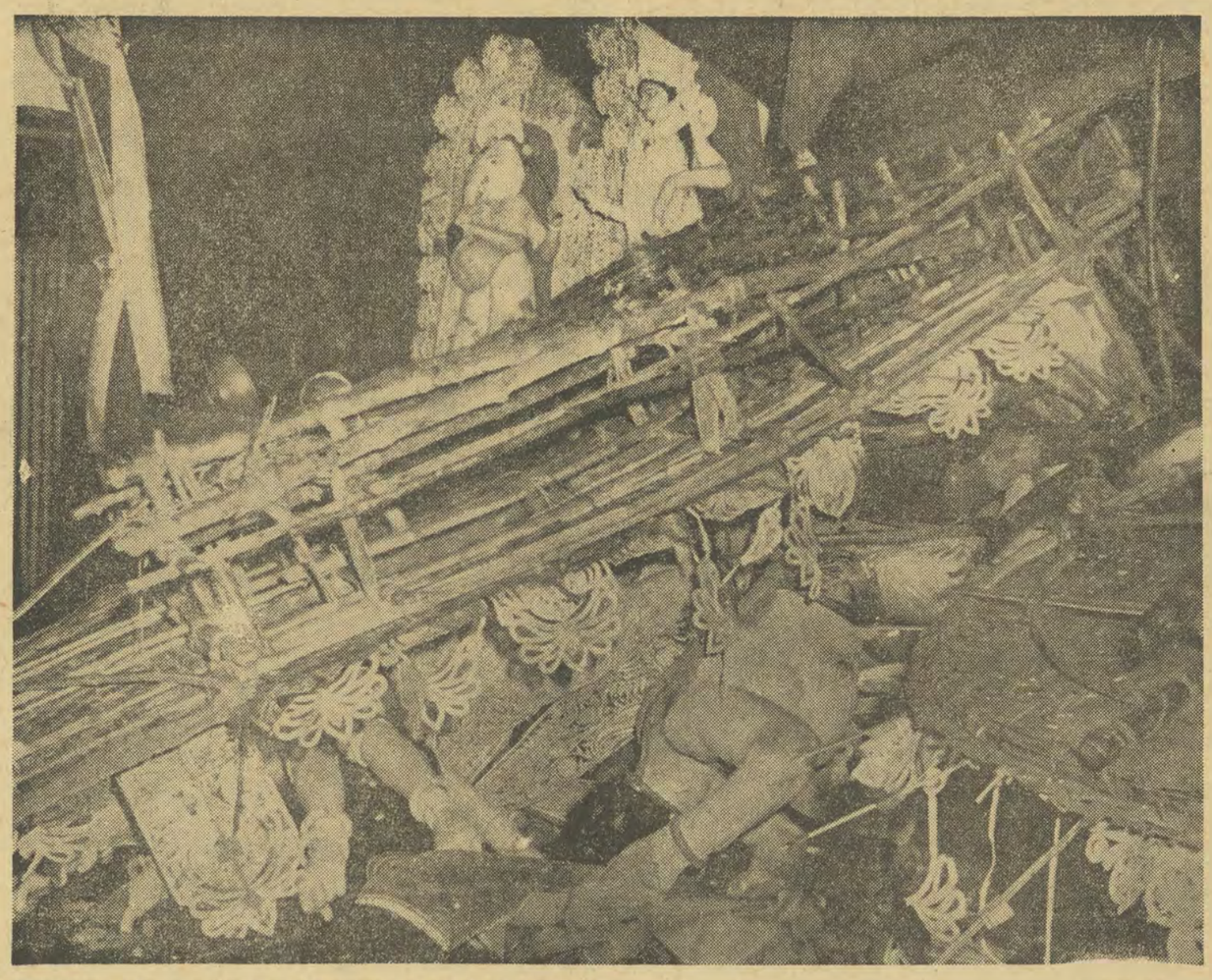

বুধবারের ঘূর্ণি ঝড়ে বিধ্বস্ত পুজোমণ্ডপ। পারক সারকাস ময়দান। —নিজস্ব-চিত্র

শ্রীমতী গান্ধীকে সম্মানসূচক ডকটরেট উপাধি

মসকো, ২৯ সেপটেম্বর—মসকো বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মানসূচক ডকটরেট উপাধি দিয়েছেন। —ইউ এন আই

একটি সার্থক সফর

—শ্রীমতী গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রাতে মসকো থেকে নয়াদিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর বিশেষভাবেই সার্থক হয়েছে এবং এর ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে।

আগাগোড়াই আমি এ ধারণা পোষণ করে চলছি, এধরণের যাতায়াতের ফলে পরস্পরের মনোভাব আরও ভালভাবে বোঝা যায়।

প্রশ্ন : আপনার সোভিয়েট সফরের ফলে বাংলাদেশের কোন উপকার হতে পারে কি?

জবাব : জীবনকে আমি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত নই।

প্রশ্ন : সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী বারবারই বাংলাদেশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন —কিসের ভিত্তিতে শ্রীকোসিগিন এ

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ প্রশ্নে রুশ মনোভাব ভারতের কাছাকাছি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফররত আনন্দবাজারের প্রতিনিধি সুনীল বসু

মসকো, ২৯ সেপটেম্বর—শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দু দিনের কথাবার্তার পর সোভিয়েট সরকার বাংলাদেশ প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করার ব্যাপারে ভারতের অভিমতের অনেকটা কাছাকাছি এসেছেন। এই প্রত্যাশিত ফলের প্রতিফলন ঘটেছে যুক্ত বিবৃতিতে আর ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিনের মন্তব্যে।

আট পাতার যুক্ত ইসতাহারে যা বলা হয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রেঃ ইয়াহিয়া খানকে লেখা রুশ প্রেসিডেনট পদগরনির আগের চিঠির বক্তব্য থেকে রাশিয়া সুস্পষ্টভাবে সরে এসেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর প্রেঃ পদগরনি ওই চিঠি লিখেছিলেন। সোভিয়েট প্রেসিডেনট তাঁর চিঠিতে সারা পাকিতানের জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এখন কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ চান, 'পূর্ব বাংলার জনগণের ইচ্ছা, অনস্বীকার্য অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের' প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখিয়ে রাজনৈতিক সমাধান!

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল যুক্ত বিবৃতিতে 'পূর্ব বাংলা' শব্দ ব্যবহার। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নয়াদিল্লিতে যে যুক্ত ইসতাহার প্রকাশ করা হয়, তাতেও 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে যে সংগ্রাম চলছে, তাতে সোভিয়েট সরকারের সহানুভূতি কার দিকে, সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে শ্রীকোসিগিনের মন্তব্যে। শ্রীমতী গান্ধীর ভারত যাত্রার আগে বিমান-

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার গ্যারানটি দাবি

— কোসিগিন

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফররত আনন্দবাজারের প্রতিনিধি সুনীল বসু

মসকো, ২৯ সেপটেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন গতকাল এখানে ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন: বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের গ্যারানটি দিতে হবে—ভারতের এই 'ন্যায্য দাবি' সোভিয়েট ইউনিয়ন পুরোপুরি সমর্থন করে।

তিনি বলেন: ভারতের ওপর যে বোঝা চেপেছে তার গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করছেন এবং তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, শরণার্থীরা যাতে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য তাঁরা যেন পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারানটি দেন। তাঁরা এ ব্যাপারে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করতে ভারতের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীকোসিগিন ও অন্যান্য সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করার পর রুশ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীকোসিগিন বারবার জোর দিয়ে বলেন: বাংলাদেশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই-ই।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার আর কোন সমাধান হতে পারে না।

ওই সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী কোসিগিন বলেন, এই সমস্যার

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

আমেরিকার ভারত-বিরোধী নীতি

— চবন

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপটেম্বর—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ মার্কিন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক, তাকেই তাঁরা ভারত-পাক সমস্যা বলে গণ্য করে থাকেন।

এখানে ভারতীয় দূতাবাসে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ভারত সম্পর্কে মার্কিন নীতি অত্যন্ত নেতিবাচক বলেই মনে হয়। তিনি প্রেসিডেনট নিকসনের ১০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস এবং গৃহযুদ্ধের পরেও পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য তার চরম দৃষ্টান্ত।

শ্রী চবন বলেন, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করবে বলে আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর বিপরীত চিত্রই দেখলাম। এর পরিবর্তে পাকিস্তানকে মার্কিন সরকার সামরিক সাহায্য দিতে লাগল। —ইউ পি আই

মোটর দুর্ঘটনায় যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূত নিহত

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—আজ এখানে যুগোশ্লাভ দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে নবনিযুক্ত যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদূত ডঃ রাডিভোজ উভালিক গতকাল নয়াদিল্লি আসার পথে ইরাণে গরগানের কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

ডঃ উভালিক (৫৯) ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এখানে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। দ্বিতীয়বার ভারতে রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হবার আগে তিনি বেলগ্রেড পররাষ্ট্র দফতরে সহকারী সচিব ছিলেন।

কয়েকদিন আগে বেলগ্রেডে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ডঃ উভালিক বলেছিলেন, দ্বিতীয়বার তিনি ভারতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় আনন্দিত। নিজের ভাষা ছাড়া তিনি ফরাসী, ইংরাজি, জারমান ও রুশ ভাষা জানেন। —ইউ এন আই

ভারত সীমান্তে ফাঁড়ি লক্ষ্য করে পাক গোলাবর্ষণ

মঙ্গলবার বেলা ২টা নাগাদ একটি গান-বোট সহ ৪টি নৌকা বোঝাই পাক্ সৈন্য হঠাৎ কালিন্দী নদীতে উপস্থিত হয়ে চব্বিশ পরগণা জেলার শামসেরনগর সীমান্ত ফাঁড়ি গোলাগুলি চালিয়ে আক্রমণ করে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা পালটা গোলাবর্ষণ চালালে তারা পালিয়ে যায়।

ওয়েস্টক্লক্স-এর আমরা স্থির করেছি—আপনার সকালবেলাটা ভরিয়ে তুলবো নতুনের রঙীন আনন্দে! তাই আমাদের স্পার ঘড়িতে আজ নতুন ধ্বনি, নবরঙরূপ! হরেকরকম আকর্ষণীয় রঙে প্রত্যেকের পছন্দ অনুসারে! স্পার আঁধারেও জ্বলে। এতে বজায় আছে (রঙের বাহার ছাড়াও) বর্ত্তমান স্পার-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য। সেই মৃদুমধুর টিক্‌টিক্! সেই রেশম-মসৃণ চাবির ব্যবস্থা! সেই কানজুড়োনো অ্যালার্ম! আর সেই একবছরের গ্যারান্টি তো বটেই! নিঃসন্দেহে আপনার মন কেড়ে নেবে—স্পার!

স্পার ওয়েস্টক্লক্স-এর সৃষ্টি

নির্মাতা:
টাইম—এডস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
মাদ্রাজ-৩২।

EP. TA. 2 BN

স্পার-
আজ নবরঙরূপে!

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল আতারক।
আসাম, মণিপুর নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ● উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জাহাজেদপুর ও বাঁচ „ „ ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR. Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	×××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

কর্মখালি নং—৯/৭১

৩২০.-১৫.-৫০০ টাকা বেতনক্রম, তদুপরি সময়ে সময়ে কোম্পানীর রুল অনুযায়ী প্রদেয় মত ভাতায় পাবলিক হেলথ নার্সের একটি পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

এই পদের জন্য আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :—

১। অবশ্যই ম্যাট্রিকুলেট/স্কুল ফাইনাল বা উহার সমতুল।

২। জেনারেল সিনিয়ার নার্সিং ট্রেনিং, তৎসহ মিডউইফারী পাস।

৩। পাবলিক হেলথ রি-ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং পাস।

৪। পাবলিক হেলথ নার্সিংয়ে অবশ্যই ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

১৫-৯-৭১ তারিখে বয়স অনধিক ৩৫ বৎসর।

নিম্নলিখিত বিবরণাদি উল্লেখে সাধারণ কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবে :—

(ক) পুরা নাম (বড় হাতের হরফে); (খ) পিতার/স্বামীর নাম; (গ) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা; (ঘ) নিয়োগকর্তার নাম ও যে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তদুল্লেখে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ; (ঙ) জন্মতারিখ; (চ) নাগরিকত্ব ও জাতি; (ছ) বিবাহিতা কিনা।

দরখাস্তের সঙ্গে সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রাদির প্রত্যায়িত নকল সহ পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৩-তে প্রদেয় এবং হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড এ/সি দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট-এর অনুকূলে এনডোর্স করা ২. টাকা (তফসিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫০ পয়সার) রেখিত পোস্টাল অর্ডার থাকা চাই। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফত প্রেরিত দরখাস্তের ক্ষেত্রে পোস্টাল অর্ডার পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। রাজ্য/কেন্দ্রীয় বা আধা-সরকারী সংস্থা, পাবলিক আণ্ডারটেকিং বা অন্য কোন স্টীল প্ল্যান্টে চাকুরীরত প্রার্থিগণ নিয়মানুগ পন্থতিতে অবশ্যই আবেদন করিবেন। দরখাস্ত এমন সময় পাঠাইতে হইবে, যাহাতে উহা ১৫।১০।৭১ তারিখ মধ্যে সিনিঃ পার্সোনেল অফিসারের (এম/পি) অফিসে পেঁাছে। প্রার্থীদিগকে নিজ নিজ খরচায় দুর্গাপুরে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। (৬৫৮)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

ক্যালকাটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল

২৯৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মর্নিং সেকশনে পার্ট টাইম পুরুষ শিক্ষকের কতিপয় পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যোগ্যতাবলীঃ বধিরদের শিক্ষাদানের সার্টিফিকেটসহ গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট। মাসিক মোটমাট বেতন ৮৫. টাকা। পরিচয়-পত্রাদির প্রত্যায়িত নকলসহ ৭ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দরখাস্ত করুন। যাঁহারা পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। (৩১৭)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

অভিজ্ঞ এম-এ বি-টি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, হাঃ-সেঃ ছাত্রছাত্রীদের স্বগৃহে ইংরাজি-বাংলা পড়াবেন। বেতন অভিভাবকের আয় অনুযায়ী। সাক্ষাৎ সকালে। ডি পি মজুমদার, ৯সি, নর্দার্ন এভিনিউ, পাইকপাড়া। (সি ১৮৩৮)

শৈলাবাস

ছুটীর আনন্দ

দার্জিলিং-এ কয়েকটা দিন কাটানোতে। হোটেল কুণ্ডুস-এর বুকিং করে নিন সময় থাকতে। কুণ্ডু স্পেশাল। ফোনঃ ২২-৭২৪৭। (৩৭৯ এ)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

আমেরিকার 'হেরল্ড' লণ্ডনের 'টাইমস' ও 'গার্ডিয়ান' বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকায় ভারতীয় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর অলৌকিক ভবিষ্যত বাণী উচ্চপ্রশংসিত। প্রফেসার বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিঃশাস্ত্রী। ফি দশ টাকা। ৭নং তালতলা লেন, কলিঃ-১৪। (সি ১৮৪১)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

নবতীর্থ স্পেশাল পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন (টোডি ম্যানশন) কলি-১২ ডি-লক্স বাসে ৮/১০ বেনারস, চুনার, এলাহাবাদ, শাশারাম, গয়া, দেওঘর, ভাগলপুর, তারাপীঠ ৯৫.। ১৬/১০ ও ৩০/১০ টাটা-রাঁচি নেতারহাট হলিডে জোনা ডিমনালেক ৩৫.। ১৭/১০ কালীপূজায় তারাপীঠে রাত্রিবাস তৎসহ বক্রেশ্বর মাসানজোর শান্তিনিকেতন ইত্যাদি ৩০.। টুরিস্ট বাস ভাড়া পাবেন। ফোন : ৩৪-৭০৯৪ (১১—৫॥) সূর্য গুপ্ত।

(সি ১৮৪৫)

৭/১০ জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বিষ্ণুপুর। ৮/১০, দার্জিলিং। এলাহাবাদ, চুনার, বিন্ধ্যাচল, বেনারস। ১৫/১০, লণ্ডযোগে সুন্দরবন। ৩০/১০, টাটা রাঁচি, নেতারহাট। ৩০/১০ নেপাল, ২২৫.। ৯/১২, জাহাজযোগে আন্দামান। লাক্সারী বাস ভাড়া পাবেন। বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। সতী তীর্থ ৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিং (তিনতলা), ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড। ২২-৩১২১।

(১৮৪৬)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

মেজিক সর্টহ্যাণ্ড (পিটম্যানস) টাইপ-রাইটিং—প্রফেসার আচার্যের 'ম্যাজিক' পদ্ধতিতে শিখুন। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর কনসেশন। ভর্তি চলিতেছে। প্রীতি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, ১৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ (সুভাষ কর্নার)। ব্রাঞ্চ :—বাগ্‌ইআটি, ভি আই পি রোড, ২৪-পরগণা। (সি ১৭৫৯)

খান্না মোটর ট্রেনিং স্কুল

১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, ফোন : ৩৫-৩৬৪২। মোটর ড্রাইভিং শিক্ষার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। তিন মাসের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ওনার ড্রাইভিং শিখিবার ব্যবস্থা আছে। ভর্তি চলিতেছে। ব্রাঞ্চ—আসানসোল।

(৯৮১১এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭০ সালের বি টি পরীক্ষা এবং ১৯৭১ সালের বি ই ফাইনাল সেকশন বি পরীক্ষা ৮ই নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

জে এন গাঙ্গুলি
ডেপুটি কণ্ট্রোলার অফ একজামিনেসনস

রাজারামমোহনপুর
২৩ সেপ্টেম্বর
১৯৭১ (৭০৯)

মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়

—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড—
(মণিরামপুর, পোঃ ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা)
(শেওড়াফুলির অপরদিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত)

শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম পরিচালিত আদর্শ ডিগ্রী কলেজ। অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে দিবা বিভাগে বি এ, বি এস-সি, পি ইউ (কলা ও বিজ্ঞান) পাঠের ব্যবস্থা আছে এবং সান্ধ্য বিভাগে বি এস-সি পড়িবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে বা অর্ধ-বেতনে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। বি এস-সি ক্লাশে আসন সংখ্যা সীমিত। পূজার অব্যবহিত পরেই ৭ই অক্টোবর হইতে ভর্তি আরম্ভ হইবে। —অধ্যক্ষ।

বিঃ দ্রঃ—দিবা বিভাগে গণিতে এবং ইংরাজীতে অনার্স ও সান্ধ্য বিভাগে বাণিজ্য শাখা খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। (৩২৬)

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

কলিকাতা-৩

প্রথম বর্ষ বি-কম (পাশ ও অনার্স —একাউণ্ট্যান্সী) এবং বি-এ (পাশ ও অনার্স—রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাস) কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাসে স্পেশ্যাল অনার্স আছে। স্পেশ্যাল অনার্স কোর্সে ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। ভর্তির জন্য ৬ই অক্টোবর, ১৯৭১ হইতে কলেজ অফিস খোলা থাকিবে। (৬৭০।

টেণ্ডার

ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

বিশাখাপতনমে এফ সি আই গুদামে পড়িয়া থাকা আমদানি করা সারের নিম্নোক্ত পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত অংশ/সুইপিং ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :—

সারের নাম (ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুইপিং)	মেঃ টঃ হিসাবে আনুমানিক পরিমাণ
ইউরিয়া	২৭০৬
অ্যামোনিয়াম ফসফেট	৪৭৪
অ্যামোনিয়াম সালফেট	৪৯২
ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	১১৫৮
ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট	২৯৫
এনপিকে	২২৫
অ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	২০৮
এএনপি	১৭৬
এমওপি	০০০·৭৪

নগদ ১০. টাকা আদায় দিলে অথবা সিনিয়র ডেপুটি ম্যানেজার (পি-ও), এফ সি আই, বিশাখাপতনম'কে প্রদেয় ১২. টাকা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে নির্ধারিত টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক টেণ্ডার ফরমের সঙ্গে প্রস্তাবিত পরিমাণের মূল্যের ২০% পরিমিত অর্থ বিশাখাপতনমে প্রদেয় সিনিয়র ডেপুটি ম্যানেজার (পি-ও), এফ সি আই, বিশাখাপতনম-এর অনুকূলে কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের উপর কাটা ডিম্যাণ্ড ড্রাফটের আকারে বায়নার টাকা অবশ্যই থাকা চাই।

টেণ্ডার ফরম ১৫-১০-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২০-১০-৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং টেণ্ডার সেইদিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে। গ্রাহ্য প্রস্তাব ১৯-১১-৭১ তারিখ (সহ) পর্যন্ত খোলা রাখিতে হইবে। (৭৩৩)

সি পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ২নং ক্যালকাটা এভিয়েশন ডিভিশন, ২৩৪।৪, আচার্য জে সি বসু রোড (৩য় তল), কলিকাতা-২০ কর্তৃক ৮-১০-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সীলকরা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :—দমদমের কলিকাতা বিমানবন্দরে বিকল্প সমান্তরাল ট্যাক্সি ট্র্যাক নির্মাণ (এস এইচ :—উত্তর দিক হইতে এবং ১৯ এল সাইডের দিকে সেকেণ্ডারী রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং ইনস্ট্রুমেণ্ট রানওয়ের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য লিঙ্ক ট্যাক্সি ট্র্যাক নির্মাণ)। অনুমিত ব্যয় : ৪০,৯৪,০৭৮. টাকা। টেণ্ডার ফরমের মূল্য—১৫. টাকা—৬-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। বিশদ বিবরণের জন্য ২২-৯-১৯৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন।

ডি এ ভি পি ৬৩৫(৮৯৬)৭১

(৬৩৯।

টেণ্ডার

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, টাউনশিপ ডিভিসন, এফ বি প্রোজেক্ট, পোঃ অঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক ১৬-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :—

১। এফ বি প্রোজেক্টের ইকুইপমেণ্ট ইয়ার্ড নবীকরণ (পার্ট-২) অনুমিত ব্যয় ৩৫,৪৬২. টাকা। বায়নার পরিমাণ ৮৮৭. টাকা।

২। ১৯৭১-৭২ সালে ফরাক্কায় অ্যালুম (অ্যালুমিনা ফেরিক) সরবরাহ। অনুমিত ব্যয় ২৮,০০০. টাকা। বায়নার পরিমাণ ৭০০. টাকা। প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য কেবল নগদ ৫. টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে তাঁহার অফিস হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র (হস্তান্তরযোগ্য নহে) ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার নোটিসের পূর্ণ বয়ান ২৯-৯-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্নালে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ডিএভিপি ৫৮০(৮২)/৭১

(৭৪০)

হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস নং ১০৫/৭১ (১৯) এবং ১০৩/৭১-এর সংশোধন

টেণ্ডার খোলার তারিখ ৮-১০-৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল এবং অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

ফিনল রিকভারি প্ল্যান্টের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কাজের জন্য "পরিমাণের সিডিউল, অ্যানেক্সার-১"-তে উল্লেখিত সকল দফার জন্য বিকল্প দর পিছাইয়া দেওয়া তারিখের টেণ্ডারের সহিতও দাখিল করা যাইতে পারে।

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
ইনচার্জ
কনস্ট্রাকশন অর্গানাইজেশন
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

(৪৩৪)

বেতার বার্তা

বৃহস্পতিবার—৩০ সেপটেম্বর

১ম অধিঃ (৪৪৭·৮ মীঃ)—৬-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত—সরেদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই, সং; ৭-০৫ জয়তী সেন—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৭-১৫ উৎপলা সেন—ভক্তিমূলক গান, বাং সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ অর্ঘ্য সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ সঙ্গীতা চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ শ্যামলকুমার মিত্র—আধুনিক; ৮-৩০ আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ৯-০০ বংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ৯-১৫ ধীরেন বসু—নজরুলগীতি (রেঃ); ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ দিলীপকুমার রায়—রজনীকান্তের গান; ১০-০০ অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ১০-০৫ বিশ্বনাথ চক্রঃ—সরোদ; ১০-৩০ মঞ্জুশ্রী মুখোঃ—খেয়াল; ১১-০০ সমাপ্তি।

২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, কণিকা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত (রেঃ); ১-০০ ওস্তাদ অলি আকবর খাঁ সরোদ, সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—শান্তা সাকসেনা ও সহশিল্পবৃন্দ, প্রেমনাথ ও মীনা কাপুর; ১-৫০ জয়তী সেন—গীটার; ২-০০ শচীন দেববর্মন—আধুনিক (রেঃ); ২-২৬ আবহবার্তা; ২-৩০ হিমা গুপ্তোঃ—ভজন; ২-৪৫ দীপ্তি নিয়োগী—রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান; ৩-০০ সরেজ কুমারী—আধুনিক; ৩-১৫ নন্দরাণী ঘোষ—লোকগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সঙ্কেত, আলি আহমেদ হোসেন—সানাই; ৫-৩০ হিমা গুপ্তোঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ বিনয় অধিকারী—শ্যামাসংগীত; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা; ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ নন্দরাণী ঘোষ—লোকগীতি; ৬-৪০ বিজয়া : রূপক, রচনা—অজয় বসু; ৬-৫০ জয়তী সেন—গীটার; ৭-০০ কৃষিকথা, বং সং; ৭-০৫ সমীক্ষা ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ জ্যোতির্ময় চক্রঃ—গীত ও ভজন; ৮-০০ উমা যাবে ঘরে : নির্বাচিত ভক্তিগীতি : সমবেতকণ্ঠে; ৮-১৫ দিলীপকুমার রায়—রজনীকান্তের গান; ৮-৩০ মঞ্জু বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-৪৫ অর্ঘ্য সেন—নজরুলগীতি; ৯-০০ মঞ্জুশ্রী মুখোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ 'বিদায় দিতে মাগে বিজয়া বলিছে' : নির্বাচিত লোকগীতি, পরিবেশনা—অনিল ভট্টাঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ মঞ্জু বন্দ্যোঃ—লোকগীতি; ১০-৩০ শ্যামলকুমার মিত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ উৎপলা সেন—আধুনিক; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ)—১ম অধিঃ—৯-০০ হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১-০০ সময় সঙ্কেত, হাইলাইটস অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক; ১-০৪ মিউজিক ফর চিলড্রেন (রেঃ); ১-৩৫ লানচ টাইম ভ্যারাইটি (রেঃ); ২-১০ লানচ টাইম ভ্যারাইটি (রেঃ); ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৮-০০ সাবিত্রী ঘোষ—আধুনিক; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৮-২৫ কল্পনা চট্টোঃ—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ৯-৩০ ইণ্টার ন্যাশনাল চেমবার কনসারট; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান (২২৭·৩ মীঃ)—সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেল ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; ২টা—১১-৩০ মিঃ।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (৫০৮·৫ মীঃ) : **১ম অধিঃ**—৫-৩০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্ : দেশগান; ৫-৪৫ মালতী মুখোঃ—লোকগীতি; ৬-০৫ সুব্রতা ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বংলা সংবাদ (৭-৩০ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ আধুনিক—অনুপম মুখোঃ এবং অনুরাধা লাহা; ৯-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-০০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ** (২৬৫·৫ মীঃ)—৫-০০ সময় সঙ্কেত, হিন্দী সংবাদ; ৫-০৫ মালতী মুখোঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ সরোজ কুমারী—আধুনিক; ৫-৩০ দীপ্তি নিয়োগী—অতুলপ্রসাদের গান; ৫-৪৫ সুব্রতা ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০০ বিশেষ ঘোষণা; ৬-১০ কল্পনা চট্টোঃ—খেয়াল; ৬-৩০ বিশ্বনাথ চক্রঃ—সরোদ; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০৫ বিনয় অধিকারী—লোকগীতি; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা; ৭-৩০ সাবিত্রী ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৪৫ সংস্কৃতা চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮-০৫ উৎপলা সেন—আধুনিক ও গীত; ৮-১৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাংলা কথিকা, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন (রেঃ); ৯-৩০ বাংলা কথিকা; ৯-৪০ দেশগান; ৯-৪৫ আধুনিক; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা, বাং সং; ১০-১৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-৩০ ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ—সরোদ; ১১-০০ সমাপ্তি।

যুববাণী : ম অধিঃ—৭-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-০৫ দিনের আলোয় (পাঠ); ৭-১০ রাগরঙ্গ : সৈয়দ মতিউল ইসলাম—সরোদ; ৭-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : রবীন্দ্রনাথ মজুমদার—বাঁশী; ৭-৪০ নানারঙের গান : নয়নিকা দাশগুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান, সবিতা পাড়ুই—শ্যামাসংগীত, গৌতমকুমার সেনগুপ্ত—ভজন এবং অবিনাশচন্দ্র রায়—লোকগীতি; ৮-০০ এই সত্তরের দশকে; ৮-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সৈয়দ মতিউল ইসলাম—সরোদ; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : অবিনাশচন্দ্র রায়—দোতারা; ৮-২৫ দিগন্তের গান—সবিতা পাড়ুই—আধুনিক; ৮-৪০ সুকল্লোল : রবীন্দ্রনাথ মজুমদার—বাঁশী; ৮-৪৫ সিনেমার গান; **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সঙ্কেত, আজ ও কালকের যুববাণী; ৫-০০ মেঠো সুর : অবিনাশচন্দ্র রায়—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ মজুমদার—বাঁশী, সং; ৫-৩৫ দেউল : গৌতমকুমার সেনগুপ্ত—সেনগুপ্ত—শ্যামসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : অবিনাশচন্দ্র রায়—দোতারা; ৫-৫০ কবির সুরে গান : নয়নিকা দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত, সং; ৬-০৫ ইউ আসকড ফর ইট : পপ রিকোয়েসট, সংযোজনা—'ওয়াই সি'; ৬-৩০ আগামী দিনের বিজ্ঞান : বাংলা কথিক; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : গৌতমকুমার সেনগুপ্ত—শ্যামাসংগীত এবং সবিতা পাড়ুই—ভজন; ৬-৫০ রাগরঙ্গ : সৈয়দ মতিউল ইসলাম—সরোদ; ৭-১০ বিদ্যায়তন থেকে : ক্যালকাটা ইজ নট এ সিটি ওয়ারথ লিভিং : ইংরেজীতে বিতর্কানুষ্ঠান; ৭-৩০ গানের বৈঠক : রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত, নয়নিকা দাশগুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান, সবিতা পাড়ুই—নজরুলগীতি এবং আধুনিক গৌতমকুমার সেনগুপ্ত—ভজন এবং অবিনাশচন্দ্র রায়—লোকগীতি।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[রবিবার ১৩ই আশ্বিন ১৩৪১
ইং ৩০-৯-৩৪]

সীমান্তনেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ

শনিবার প্রাতে কলিকাতায় আগমন

শনিবার সকাল ৭-৫০ মিনিটের সময় নাগপুর মেলে খাঁ আবদুল গফুর খাঁ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ট্রেন ৮টার সময় হাওড়ায় পৌঁছিবার কথা ছিল। সকাল ৭টার পূর্ব্বে হইতেই দলে দলে লোক সীমান্ত নেতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন।...

৮টার সময় শুভ্র খদ্দর বিভূষিত হইয়া খাঁ সাহেব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে প্লাটফর্মে অবতরণ করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ট্রেনের ছাদের উপর পর্য্যন্ত লোক উঠিয়াছিল।...

খাঁ আবদুলগফুর খাঁর সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেব আসিয়াছে। খাঁ সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হাজী মহম্মদ আকবরের ১৫ নং ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।...

শ্রীমতী কমলা নেহরুর রোগ নির্ণয়

এলাহাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর—এরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, শ্রীমতী কমলা নেহরু একপ্রকার নূতন রোগে ভুগিতেছেন। ইহাকে নাকি 'হেফটিক ফিভার' বলে। এই জ্বরের সময় শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির পূর্ব্বে হাত, পা ও শরীর ইত্যাদিতে কম্পন অনুভূত হয়। শ্রীমতী কমলা নেহরুর রক্ত পরীক্ষার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

—ইউনাইটেড প্রেস

চন্দননগরে খানাতল্লাস

চন্দননগরে তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং দয়ালপ্রসন্ন কুমারের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

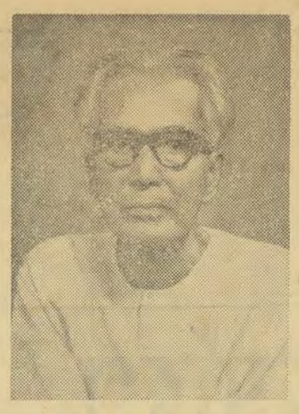

শিল্পী, চিত্র-পরিচালক শ্রীচারু রায়

বাংলাদেশের প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী এবং চলচ্চিত্রলোকের শিল্পনির্দেশক-পরিচালকদের একজন ছিলেন চারুচন্দ্র রায়, যাঁর মৃত্যু সংবাদ গতকাল প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নবাবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন চারু রায়, এবং ধ্রুপদী চিত্রকলায় গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং অসিতকুমারের ছবির পাশেই তাঁর ছবির স্থান ছিল। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পে চারু রায় ছিলেন অদ্বিতীয়। বহু গুণে গুণান্বিত শিল্পী চারু রায় একাধারে—সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী শিল্পনির্দেশক, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা।

বহরমপুরের এক বিখ্যাত পরিবারে ১৮৯০ সনের ৬ই সেপটেম্বর চারু রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদিনিবাস ছিল পাবনা জেলাতে এবং তাঁর পিতার নাম শ্যামাচরণ রায়। বাল্যকালে তিনি স্বর্গত দাদামহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহেশচন্দ্র সেনগুপ্তের স্নেহ পরশেই বড় হয়ে ওঠেন। ১৯১১ সনে চারু রায় বহরমপুর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন এবং কলকাতায় আসেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। ১৯১৮ সনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, তথাপি চিত্রকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল ছোটবেলা থেকেই এবং বহরমপুরে থাকাকালীন তিনি ভাস্কর শিল্পী ব্রজ পালের নিকট চিত্রকলা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের স্নাতক হয়ে তিনি চিত্রকলায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এ

কেন্দুপাতা সংগ্রহের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ স্থগিত

ভুবনেশ্বর অফিস

২৯ সেপটেম্বর—কেন্দু পাতা ব্যবসায়ীদের সংগ্রহের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা কার্যকর করা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে। বন বিভাগের ওই আদেশ মন্ত্যমন্ত্রী অনুমোদন করেছিলেন।

ওড়িশা মন্ত্রিসভার বিগত বৈঠকের পর এই ঘটনা ঘটেছে। উৎকল কংগ্রেসের সদস্যরা নাকি কেন্দু পাতা ব্যবসায়ীদের আরও মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। এর ফলে সমগ্র বিষয়টি এখন আবার পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য শ্রী চৌপ

বোম্বাই, ২৯ সেপটেম্বর—বোম্বাই গভর্নমেন্ট আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী ডি কে চৌপ ডঃ পি বি গজেন্দ্র গড়করের স্থলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রী চৌপ ১ অক্টোবর কার্যভার গ্রহণ করবেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ গজেন্দ্র গড়কর আইন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণের জন্য দিল্লি যাচ্ছেন। —পি টি আই

গোয়েন্দারিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

সি-এম-পি-ও তে কাজ হয় না কেন? — কিছু অভিযোগ

নিরঞ্জন হালদার

তিহরি-জন-লোন, ২৯ সেপটেম্বর—গত সপ্তাহে নিউ সিধাউলি গ্রামে একজন বৃদ্ধ ও তাঁর যুবক পুত্র তাঁদের বাড়ির সম্মুখে একদল সশস্ত্র ডাকাতকে বাধা দেন। বৃদ্ধ ডাকাতদের হাতে তৎক্ষণাৎ নিহত হন এবং যুবকটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

এই দলটি অন্য কোথাও ডাকাতি করে ফিরছিল।

যুবক ডাকাতের দলকে বাধা দিলে ডাকাতরা তাকে আক্রমণ করে। তার চীৎকার শুনে তার বৃদ্ধ পিতা তাকে সাহায্য করতে এলে ডাকাতরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করে। —পি টি আই

সম্প্রতি সি-এম-ডি-এ অফিসে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শ্রীগুজরাল মহা-নগরীতে বস্তির আশেপাশে বা ভিতরে খালি জমিতে বহুতলার পাকা বাড়ি তৈরির জন্য সি-এম-ডি-একে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, ১৯৬১ সনের জুন মাসে বৃহত্তর কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সি-এম-পি-ও গঠন করেছিলেন এবং যে প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানোর জন্য রাজ্যের করদাতাদের বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা করে গুনতে হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠান কি কলকাতার বাসগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা রচনা করতে একেবারেই অসমর্থ? সি-এম-পি-ও যদি উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা করতে না পারে এবং সেই পরিকল্পনা তৈরির জন্য সি-এম-ডি-একে আর এক দফা লোক নিয়োগ করতে কিংবা ঠিকাদারি সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হতে হয়, তা হলে সি-এম-পি-ও সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? এই সংস্থার পিছনে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হবেই বা কেন?

এই সংস্থাটি চালু হওয়ার ১০ বছর ২ মাস বাদে প্রকাশ্যেই একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন এই সংস্থার অস্তিত্বই অস্বীকার করলেন। অথচ সি-এম-ডি-এ বর্তমানে যে সব পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার নিয়েছে, সেগুলি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সি-এম-পি-ও রচনা করেছে এবং ওই কাজগুলির জন্য সি-এম-পি-ও বাইরে থেকেও অনেক প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৬৬ সাল থেকে সিএম-পি-ওতে কাজকর্ম কার্যত বন্ধ। কলকাতায় রাজ্য সরকারের অফিসগুলির মধ্যে একমাত্র সি-এম-পি-ও এবং সি-এম-ডি-এ অফিস শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। অথচ সি-এম-পি-ও অফিসে সাড়ে বারোটার সময় গেলেও দেখা যাবে বেশীর ভাগ চেয়ার খালি, চারটের সময়ে গিয়েও মাত্র কয়েকজনকে অফিসে পাওয়া যাবে। অবশ্য কয়েকটি ঘরে কর্মীদের ড্রায়িং করতে বা অন্য কাজে ব্যাপৃত দেখা যাবে। সংস্থাটিতে মোট কর্মীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। একমাত্র লনডনের কাউনটি কাউনসিলের পরিকল্পনা সংস্থা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন নগর-পরিকল্পনা সংস্থায় এত বেশী লোক নিযুক্ত নেই। এঁদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সংখ্যা প্রায় একশো। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলেও একদল অফিসার প্রথম থেকেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। টেকনিক্যাল যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, এমন সব পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে আছে। প্রায় পাঁচশো কর্মীর মধ্যে নগর-পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে যোগ্যতা-সম্পন্ন গ্রাম ও নগর পরিকল্পনাবিদ্ আছেন মাত্র সাতজন, বেশীর ভাগ কেরানী।

*

শিলিগুড়ি প্রকল্পে কাজ কার্যত বন্ধ। আসানসোল প্রকল্পে ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। একমাত্র পরিকল্পনাবিদ্ ভাস্কর রাওকে ছুটি দিয়ে তাঁর জায়গায় আর কাউকে নিয়োগ না করে টাকা বাঁচাবার জন্য রাওকে ত্রিপুরায় যেতে দেওয়া হয়েছে। অথচ একই চিঠিতে রাওয়ের জন্য কার্যত ৫১,২০০ টাকার বন্ড থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। (১৬-৭-৭০ তারিখে লেখা শ্রী এ জি চৌধুরীর চিঠি)। আবার সংস্থার কোন কর্মীকে দিয়ে কাজ না করিয়ে এক ঠিকাদারি সংস্থাকে ৭২ হাজার টাকা দিয়ে দুর্গাপুর সিটি সেনটারের নকশা তৈরি করানো হয়েছে। গত পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত হলদিয়া প্ল্যানিং সেলের কর্মসূচীতে হলদিয়া উন্নয়নের ব্যাপারে কোন সমীক্ষার উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও সুতাহাটায় একটি অফিস এবং ওভারসীয়ারের অধীন কর্মীদের রাখা হয়েছে। গত এপরিল থেকে বিভাগটিকে স্থায়ী করার পর সি-এম-পি-ও ডিরেকটরের এক সাম্প্রতিক চিঠিতে জানা যায় যে, হলদিয়া সেকশানে এখন "ডাল-পিরিয়ড" চলছে। অথচ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এক বছরের মধ্যে হলদিয়াতে এক লক্ষ লোকের কাজের কথা ভাবছেন। সি-এম-প-ওতে পরিকল্পনাবিদ্দের কোন কাজ নেই। কাজ না থাকায় অনেক পদ খালি রাখা হয়েছে, অনেক পরিকল্পনা-বিদ্কে বিদেশে যেতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এখানে এসে কলকাতার উন্নয়নের কথা বলে যাচ্ছেন। আর এই সুযোগ নিয়ে আমলারা সি-এম-পি-ওতে গোপনে প্রোমোশনের ব্যবস্থা করছেন এবং সি-এম-ডি-এ থেকে বে-সরকারী ঠিকাদারদের পয়সা দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করানো হচ্ছে। সি-এম-পি-ও শিলিগুড়ি ও আসান-সোল সংস্থার তিনজন আই এ এস ডিরেকটর ছাড়া দুজন ডবলিউ বি সি এস ডেপুটি সেকরেটারি (একজন অবশ্য আসানসোলে পরিকল্পনাবিদের টাকা বাঁচিয়ে প্রমোশন পেয়েছেন)। একজন ডেপুটি সেকরেটারি অবসর গ্রহণ করলে নতুন স্পেশাল অফিসার পদ সৃষ্টি করে তাঁকেই সেই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। দুজন অ্যাসিসট্যানট সেকরেটারি আছেন এবং আর একজন শীঘ্রই আসছেন। একজন রেজিসট্রার ছাড়া একজন সেকশনাল ও একজন অ্যাকাউনটস অফিসার আছেন। কাজ নেই অথচ অতগুলি অফিসার! উপরের মহলে কাজ দেখাবার জন্য ডিরেকটর গত ডিসেমবর মাসে কাজের এক কর্মসূচী তৈরি করান। কিন্তু কোন কাজ হয় না। ফোরড ফাউনডেশানের পরামর্শদাতা তিন বছরের মধ্যে টেকনি-কাল অফিসারদের সঙ্গে কোন বৈঠকে বসেননি। বর্তমান ডিরেকটর চৌদ্দ মাস সি-এম-পি-ওতে এলেও কাজকর্মের ব্যাপারে পরিকল্পনাবিদ্দের নিয়ে একটা সভাও ডাকেননি। কলকাতা পৌরসভা নিউ মারকেট স্কীম রচনার জন্য স্থপতি চেয়ে সি-এম-পি-ওকে চিঠি দিলেও স্থপতি বা চিঠির জবাব কোনটাই পৌরসভায় যায়নি।

*

ট্রাফিক বিভাগের অন্তত একটি কাজ এখানে উল্লেখ করা দরকার। কলকাতার পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেন পারক হেনটেল খুলবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে সি-এম-পি-ওর সুপারিশের ভিত্তিতেই শ্রীজ্যোতি বসু কলকাতা পুলিসের উলটো নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছে হলদিয়া প্রকল্প নিয়ে। হলদিয়া এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে কলকাতা পোরট, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, রাজ্য সরকারের আরও পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে হলদিয়া ডেভেলপমেনট অথরিটি" গঠনের জন্য রাজ্য সরকার গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন। এই কমিটিতেও কোন পরিকল্পনাবিদ রাখার ব্যবস্থা হয় না। যাই হোক, কোন বিশেষ কারণে অথরিটি গঠন না করে হলদিয়া সেল দিয়েই কাজ চালানোর চেষ্টা হয়েছে। হলদিয়া ডক প্রোজেকটের চীফ ইনজিনীয়ার দুটি চিঠিতে (অকটোবর ৬, ১৯৭০ এবং মে ৬, ১৯৭১) সি-এম-পি-ও রচিত হলদিয়া পরিকল্পনার জনসংখ্যার হিসাব, জমির ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য ভুল বলে অভিহিত করেছেন। ৬ অকটোবরের চিঠিতে টেকনিকাল কমিটিকে দিয়ে হলদিয়া পরিকল্পনা রচনার বিষয় পর্যালোচনার প্রস্তাব করেছিলেন টাউন অ্যানড কনট্রি প্ল্যানিং কমিশনার গত বছরের ১০ নবেমবর সি-এম-পি-ওর ডিরেকটরকে লিখিত চিঠিতে সভা আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন। ডিরেকটর এখনও পর্যন্ত সেই সভা ডাকার সময় করে উঠতে পারেননি।

*

পরিকল্পনাবিদ্ স্থপতি প্রভৃতি সহকারী ইনজিনীয়ার, অর্থনৈতিক গবেষক প্রভৃতির সাহায্য নিয়েই পরিকল্পনা রচনা করে থাকেন। কিন্তু অর্থনীতির গবেষণা-কারী দুটি বিভাগ নিজ নিজ রুচি অনুসারে গবেষণার বিষয় বাছেন, তার সঙ্গে মেটেরোপলিটান প্ল্যানিং-এর কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আই-পি-এ কলকাতা সম্পর্কে যে সব সমীক্ষা করেছেন, সেই একই বিষয়েও এঁরা নতুন করে সমীক্ষা করছেন। আর এই সব কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ অফিসার-দের তাঁরা এইভাবে বোকা বানাচ্ছেন। খাটা পায়খানার বদলে সেপটিক পায়খানা চালু করার খরচের হিসাব পৌরসভাতেই পাওয়া যাবে, সেজন্য সমীক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। কোন কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সি-এম-পি-ওর পুরোনো সমীক্ষা পরীক্ষা বা ঝালাই করে নতুন সমীক্ষার নাম করে সি-এম-ডি-এ থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সেকরেটারির অধীন। তাই কোন রিপোরট বা চিঠি টাইপ করাতে লোকের জন্য সেকরেটারিদের শরণ নিতে হয়। কিন্তু জানালেই লোক পাওয়া যায় না। এই সব কারণে সি-এম-পি-ওতে প্ল্যানারদের ইচ্ছা থাকলেও কাজ করা কঠিন। শহরের কোথাও আরবান রিনিউয়াল পরিকল্পনা রচনার কাজ হচ্ছে না। শ্রীগুজরাল সি-এম-ডি-একে যে পরিকল্পনা রচনা করতে বলেছেন, তা তো সি-এম-পি-ওর ইনজিনীয়ার ও স্থপতিরাই তৈরি করতে পারেন। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য জেলা ও মহকুমা শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ কিছুই করেনি। এই রাজ্যে আগত শরণার্থীদের শিবির স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনার জন্য এই সংস্থাকে কাজে লাগানো যেত, লবণ হ্রদে যে এলাকায় এখন বাড়ি তৈরি হওয়ার কথা নয়, সেই এলাকাতে শরণার্থীদের শিবির স্থাপন করা যেত। কলকাতার উন্নয়নের জন্য যে টাকার অভাব নেই, শ্রীগুজরাল-অন্তত তাঁর প্রমাণ। দশ বছর শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও এ রাজ্যে কোন শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়নি। অথচ এজন্য এই রাজ্যের সরকারকে বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ওড়িশা সরকার কর্তৃক অর্থ মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরী, ২৯ সেপটেম্বর—ওড়িশা সরকারের শিক্ষা দফতর রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মনজুর করেছেন। ঐ টাকায় ওড়িশার ৯৬টি সংস্কৃত বিদ্যালয় চালানো হবে।

ঐ টাকার মধ্যে পুরী জেলা পাবে ১৩টি বিদ্যালয়ের জন্য ৫৩,৯৫৫ টাকা, গনজাম জেলা ১৯টি বিদ্যালয়ের জন্য পাবে ৬৮,৮০৫ টাকা, কটক জেলা পাবে ৩১টি বিদ্যালয়ের জন্য ১৪৫,০০০ টাকা, ঢেনকানল জেলা পাবে ২৮টি বিদ্যালয়ের জন্য ১০২,০০০ টাকা এবং সম্বলপুর জেলা পাবে ৮টি বিদ্যালয়ের জন্য ৭,৯২০ টাকা।

গঙ্গায় তরুণ সাংবাদিকের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

জাঙ্গলপুর, ২৯ সেপটেম্বর—গত-কাল সকালে কংগ্রেস ভবনের নিকটে গঙ্গায় শ্রীসবীর শাস্ত্রী নামে একজন তরুণ সাংবাদিকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। তাঁকে গলা টিপে মারা হয়েছে এমন চিহ্ন ছাড়াও তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি উর্দু সংবাদপত্র সংগমসালাম সাফির স্থানীয় সংবাদদাতা এবং এই জেলার সমাজতন্ত্রী দলের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

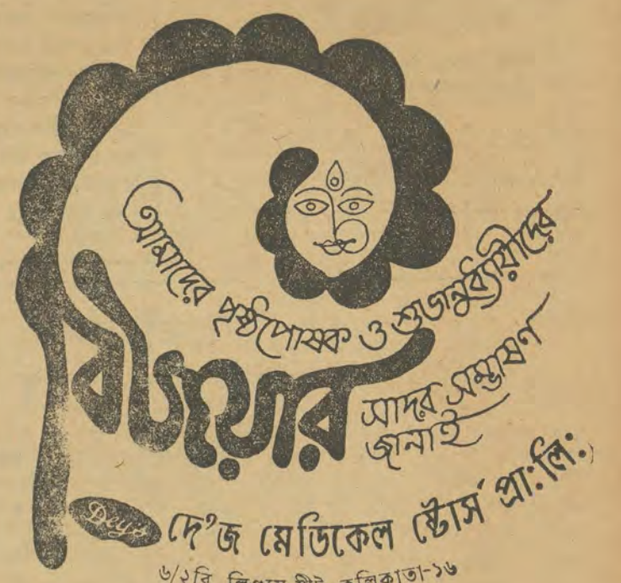

বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন !
★ স্টার সিল্ক এম্পোরিয়াম
গড়িয়াহাট
কলিকাতা-২৯
হেমন্ত/৭০

সারাদিন ধ'রে ভোরের মত সতেজ সুন্দর

স্নানের পর পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যালকাম পাউডার মাখুন—ভোরের স্নিগ্ধ আমেজে সারাদিন সতেজ সুন্দর হ'য়ে থাকুন।

ভারতে এই ট্যালকাম পাউডারের বিক্রিই সবচেয়ে বেশী।

পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্কের মিষ্টিগন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রে শরীরে জড়িয়ে থাকবে...

পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার গায়ে ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাম টেনে নেবে। দারুণ গরমে আর ঘাম-চটচটে দিনেও স্নিগ্ধ সজীব সুগন্ধে আপনার সান্নিধ্য সবার ভালো লাগবে। সারা বছর সব সময়ই এই ট্যালকাম পাউডার মাখা চলবে।

৩ রকম সাইজ :
ফ্যামিলি—বড়—মাঝারি

পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
—বাজারের সবসেরা সৌখিন মিহি ট্যালকাম পাউডার
চীজব্রো-পণ্ড্স ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৮

দিনের বাণী

আমাদের এমন একটি নির্বাচকমণ্ডলীর প্রয়োজন, যা নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং ধী-সম্পন্ন। যদি নির্বাচকরা জাতীয় সমস্যাবলী এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীতে কোন উৎসাহ না দেখিয়ে নির্লিপ্ত থাকেন এবং এমন লোককে নির্বাচিত করেন যাঁর সঙ্গে তাঁদের গোপন সম্পর্ক এবং যাঁর সাহায্য শুধু তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন, তা হলে দেশের কোন মঙ্গল হতে পারে না, পরন্তু এরূপ অবস্থা ক্ষতিকর।
—মহাত্মা গান্ধী

শুভবিজয়া

আজ বিজয়া দশমী। বাঙালী কবির কাব্যে নবমীর নিশা না পোহাইবার যে আকুল আকুতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কন্যার আসন্ন বিদায়-দিনের চিন্তায় বাঙালী-মায়ের হৃদয়ের ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি। অন্তরে বিষাদ, তবু প্রসন্ন মনেই বিদায় দিতে হইবে। তাই আড়ালে চোখের জল মুছিয়া মায়েরা কন্যার বিদায়গ্রহণের আগে মিষ্টি-মুখ করাইতে আসিয়াছেন। বাঙালী মায়ের এ ভাবমাধুর্য, দেবতাকে আপন করিয়া লইবার এই ভাববিহ্বলতার আবেগ সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিবার মতো। অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইবার মতো।

বিজয়া আপনকে আপনতর, দূরকে নিকট-বন্ধু করিবার, পরকে ভাই করিবারও শুভদিন। তাই এই শুভদিনে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, পাঠক, সহযোগী, প্রতিযোগী সকলকেই বিজয়ার অভিবাদন জানাইতেছি। অভিবাদন জানাই তাঁহাদিগকেও, যাঁহারা আমাদের প্রতি বিরূপ, যাঁহারা আমাদের নিন্দক। কারণ, তাঁহাদের এই মনোভাবে আমরা উপকৃত হই, আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে, ঠিক-পথে চলিতেছি কি না তাহা বুঝিতে পারি। অভিবাদন জানাই আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, শত্রু-মিত্র সকলকেই। 'পৃথিব্যাম্ সর্ব-মানবাঃ' আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করুন। সকলেরই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ ও কল্যাণ কামনা করি। আমরা বিশ্বাস করি, সকলের কল্যাণেই আমাদের কল্যাণ। সকলের শুভেচ্ছাই আমাদের কর্মপথে শক্তির উৎস, প্রেরণা ও সহায়।

শাস্ত্রবিধানে বিজয়া মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের দিন। ইহার মধ্যে যে তত্ত্বটুকু আছে, তাহাও বিশেষ-ভাবে অনুধাবনীয়। "যিনি হৃদয়ে নিত্যবিরাজিতা তাহাকেই বাহিরে, চোখের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পার্থিব উপচারে তাঁহার পূজা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করা, উপাসনায় ভিন্ন আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হওয়া। কিন্তু বাহ্য-পূজা তো শুধু পূজা নয়, উৎসবও। উৎসব দীর্ঘ সময় চিত্ত সমাহিত করিবার অনুকূল নয়। তাই বাহিরে দেবীকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার 'স্বস্থানে'—অন্তরে প্রেরণ করা 'পুনরাগমনায়'। অর্থাৎ সংবৎসর-ব্যাপী মানসপূজার পর আবার মাকে বাহিরে স্থাপিত করিয়া মায়ের আরাধনা। সারা বৎসর আমরা যদি মায়ের স্মরণে, মননে ও অনুধ্যানে নিবিষ্ট থাকি, যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি তাহা মা অন্তরে আছেন জানিয়া নিয়ন্ত্রণ করি, তবেই আমাদের পূজা সার্থক হইবে। মায়ের আশীর্বাদে, তাঁহার কৃপায় আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র ধন্য হইবে।

নানাজনে বিজয়া অভিধাটির নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে বলিয়াছেন, 'দশমীতে পূজা করি/বিসর্জিয়া মহেশ্বরী,/ সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।' এইদিন রাবণ-বধের পরে রামানুগামীরা যে বিজয়োল্লাস করিয়াছিলেন, তাহারই স্মারকরূপে এই দিনটি 'বিজয়া'—এই নামে খ্যাত হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। কেহ বলেন, প্রাচীনকালে রাজারা এই দিনে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন তাই এই দিন বিজয়া নামে খ্যাত। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, মহাশক্তির পূজান্তে মায়ের করুণায় আমরা সকল কাজেই সিদ্ধি-লাভ করিব, জয়ী হইব—এই বিশ্বাসেই এই দিনটিকে বিজয়া নামাঙ্কিত করা হইয়াছে।

নামের গোড়ার কথা যাহাই হউক, বিজয়ার দিনটিতে বাংলাদেশে যে সুপ্রথার প্রচলন হইয়াছে তাহাও মাধুর্যে ভরা। দেবীর বিসর্জনান্তে স্বগৃহে গুরুজনদের প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ, বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ, মিষ্ট-দ্রব্যে আপ্যায়ন সেই প্রথার অন্তর্ভুক্ত। শুধু স্বগৃহে নয়, অন্যান্য গৃহেও এইরূপ আপ্যায়ন ও অভিবাদনের অনুষ্ঠান। অভিবাদনের সঙ্গে কোলাকুলির যে নিয়ম আছে, তাহা সৌহার্দকে নিবিড়তর করিবার জন্য এই দিন হইতে দীপান্বিতা কালীপূজা পর্যন্ত অভিবাদন ও কোলাকুলি দ্বারা পরকে আপন করিবার, আপনকে অধিকতর আপন করিবার মনকে নিজের গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত করিবার এই সুরীতি অব্যাহতভাবে থাকিলে সমাজ উপকৃত হইবে। বিজয়া সকলকে দ্বেষ-হিংসা-ক্ষুদ্রতামুক্ত ঔদার্য, মহত্ত্ব, সৌহার্দ্য ও সুভ্রাতৃত্বের অধিকারী করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। মায়ের অনুগ্রহে শুভকর্মে আমাদের নিষ্ঠা যেন এ রাজ্যকে শান্তির নিলয়ে পরিণত করে।

উত্তরবঙ্গে পাটকল স্থাপনের প্রস্তাব

রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে একটি পাটকল স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প বাদে অন্য কোন শিল্প নাই। কাজেই যে-কোন শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব এই রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট লোভনীয় মনে হইতে পারে। উত্তরবঙ্গে কত পাট পাওয়া যায়, ওই এলাকা ও সিকিম ভুটানের চাহিদা মিটানোর জন্য কী কী জিনিস প্রস্তাবিত চটকলে উৎপাদন করা যাইতে পারে বা উত্তরবঙ্গের যুবকদের চটকলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কতখানি আছে সে সব কথা ওই সরকারী রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। শিল্প-হিসাবে চটশিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। সারা পৃথিবীতে চটশিল্প বিভিন্ন বিকল্প দ্রব্যের প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন। বাংলাদেশে লড়াই না বাধিলে বর্তমান বৎসরে ভারতীয় পাটশিল্প এক মারাত্মক রকম সঙ্কটের সম্মুখীন হইত। পাট-শিল্পের এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াই সম্ভবত পশ্চিম-বঙ্গের চটকলগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যাপারে শিল্প-পতিরা উদ্যোগী হন নাই। বর্তমানে কাঁচাপাটের জন্য ভারতকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে নূতন চটকল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলে বৃহত্তর কলিকাতার চটকলগুলিতে কাঁচামালের অভাব আরও তীব্র হইয়া দেখা দিবে এবং এই সব মিলে অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভারতে যে-সময়ে মূলধনের অভাব, সেই সময় একই শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা অব্যবহৃত রাখিয়া নূতন কারখানার জন্য অর্থ বিনিয়োগের অর্থ হইতেছে জাতীয় সম্পদের অপচয়। রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভাবিয়া কেন্দ্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্র গত বৎসর নূতন চটকল স্থাপনের প্রস্তাব করিলে আমরা সঙ্গত কারণেই তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে ওড়িশা, বিহার বা আসামের নেতাদের কোন দায়িত্ব না থাকিতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। তাই বর্তমান চটকলগুলির কাঁচামালে আরও টান পড়ে, এমন কোন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়।

তবে উত্তরবঙ্গের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার কথা চিন্তা করিয়া কোন ছোট চটকল স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইতে পারে। সার পরিবহণের জন্য বিশাখাপত্তনমে চটের একদিকে পিচ লাগাইয়া এক ধরনের বস্তা তৈয়ারি করা হইতেছে। উত্তরবঙ্গ আসাম, বিহার বা সিকিম-ভুটানের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া কোন বিশেষ ধরনের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়তো করা যাইত। কিন্তু উত্তরবঙ্গে তীব্র বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য আপাতত ওই এলাকায় নূতন কোন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গে পাটকল অপেক্ষা কাগজের কল, ভেষজ শিল্পের কারখানা এবং ওই এলাকায় চাহিদা আছে এমন কোন ভোগ্যপণ্য শিল্প স্থাপনের সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুতের অভাবে চা-বাগিচার সামান্য কাজকর্মও বন্ধ রাখিতে হয়, কাঠ-চেরাইয়ের কার-খানাগুলিও চালু রাখা যায় না, শিলিগুড়িতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থাকিতেও সেখানে আপাতত কোন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব নাই, উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ বিদ্যুৎ চালিত তাঁতও নিম্নবঙ্গে বসাইতে হয়। বিদ্যুতের অভাবে হিমঘর স্থাপন করা যাইতেছে না তাই উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা মরশুমের সময় কলকাতার দামের এক চতুর্থাংশ মূল্যে আলু বিক্রয় করে। কম ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বলিয়া উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা রাত্রে ভালভাবে পড়াশুনা করিতে পারে না, রেডিয়ো ঠিকমতো শুনিতে পারে না। এতদিন পরে উত্তরবঙ্গে একটি নূতন তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের কথা একবার শুনা গেলেও এ ব্যাপারে কাহারও কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।

কেবল শিল্প নয়, উত্তরবঙ্গের কৃষি-উন্নয়নের জন্যও বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়ানো দরকার। উত্তরবঙ্গে ডেয়ারি ও পশুপালন শিল্পের জন্যও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। উত্তরবঙ্গে পাটশিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গিয়া ওই এলাকার কৃষকদের পাটের ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হওয়ার কথা স্বীকার করা হইয়াছে। কেবল উত্তরবঙ্গ কেন, ভারতের কোথাও কৃষকেরা পাটের সরকার-নিয়ন্ত্রিত সর্বনিম্ন দাম পায় না। একদল অবাঙালী ব্যবসায়ী কৃষকদের নিকট হইতে মরশুমের মুখে শস্তায় পাট কিনিয়া থাকেন। কোন কোন বৎসর আবার মিলে ধর্মঘট লাগাইয়া পাটের বাজারে লেনদেন বন্ধ রাখিয়া কাঁচাপাটের দাম কম রাখা হয়। সর্বনিম্ন-দাম বাড়ানোর প্রস্তাব উঠিলে পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের কথা উঠে, কিন্তু ওই একই যুক্তিতে কারখানার ভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি বন্ধ হয় না। সর্বনিম্ন-দামের নীচে যাহাতে পাটের দাম নামিয়া না যায়, সে জন্য স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক কৃষকদের নিকট হইতে পাট কিনিবার ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এই সংস্থাকে কৃষকদের নিকট হইতে নিয়ন্ত্রিত দামে পাট কিনিতে বাধ্য না করিয়া কেবল একটি নূতন পাটকল স্থাপন করিলে কৃষকেরা বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও পাটের ন্যায্য দাম পাইবে না।

যৎকিঞ্চিৎ

কোনও কিছুই একতরফা বেশীদিন চলিতে পারে না। ছিনতাইকারীরা যদৃচ্ছ ছিনতাই করিবে, লুঠেরারা খেয়াল-খুশিমতো লুঠ চালাইবে, আর সকলে অনন্তকাল মুখ বুজিয়া তাহা সহ্য করিবে —এটা আশা করা যায় না। অসহায়ের সহনশীলতারও একটা মাত্রা আছে। সুতরাং, ট্রেনে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যাত্রীরা যে মাঝে মাঝে সমবেতভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবেন তাহাতে আর বিস্ময় কী! প্রতিরোধের এই ঘটনা ঘটিয়াছে নাকি বনগাঁ-লোকালের এক কামরায়। দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য ছিল ভেণ্ডারদের পকেট। তাহাদের তরফে প্রস্তুতিতেও কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এযাত্রা আর অভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই,—অপ্রত্যাশিত আচমকা প্রতিরোধের মুখে মতলব হাসিল হওয়ার বদলে অন্য খপ্পাট। ট্রেনে বা অন্যত্র এ-জাতীয় লুঠতরাজ ছিনতাইয়ের ঘটনা যে রুদ্ধবর্ধমান তাহার এক কারণ এই যে, অপরাধীরা জানিয়াছে এসব পেশায় ঝুঁকি ক্রমেই কমতির দিকে। এই প্রতিরোধ দুর্বৃত্তদের নিশ্চয়ই ভাবনার ফেলিবে, কারণ ভয়ের মতো সাহসও সংক্রামক,—প্রতিরোধের ঘটনা আরও বাড়িতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা হয়তো কাম্যও। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের পক্ষে খবরটি বোধ হয় খুব গৌরবের নয়। ট্রেনের কামরায় আত্মরক্ষা বা সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্বও যদি যাত্রীদের হাতে তুলিয়া লইতে হয়, তবে আর রক্ষী-বাহিনী পোষা কেন?

মহিলা পর্বতারোহী দলের মানালী যাত্রা

পথিকৃৎ মহিলা পর্বতারোহী সংস্থার উদ্যোগে ও শ্রীমতী দিপালী সিংহের নেতৃত্বে তিনজন সদস্যার একটি পর্বতা-রোহীর দল গত সোমবার দিল্লি-কালকা মেলে মানালীর পথে চণ্ডীগড় রওনা হয়ে হয়েছেন। অপর দুজন সদস্যা শ্রীমতী ফুল্লরা রায় ও শ্রীমতী শীলা ঘোষ। দিল্লি থেকে শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র দলে সোগদান করবেন। দলটি কুলু হিমালয়ে ছোট লিগবী হিমবাহ ও ওই হিমরাজের ৫টি শৃঙ্গে আরোহণ করতে চেষ্টা করবেন। হাওড়া স্টেশনে বহু পর্বতারোহী ও পর্বত অনুরাগী দলটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। কলকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত আর্থিক সাহায্য করেছেন এবং সাফল্য কামনা করে বাণী দিয়েছেন।

কলকাতার পাতাল রেলওয়ের কাজ ৫ বছরে শেষ হবে

বোম্বাই, ২৮ সেপ্টেম্বর— কলকাতার পাতাল রেলওয়ের কাজ আগামীবছর আরম্ভ হবে। পাঁচ বছরে এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। কিছুতেই সাত বছরের বেশি লাগবে না। সি এম-ডি-এর সেক্রে-টারী শ্রী কে সি শিবরামকৃষ্ণণ আজ এখানে এই কথা বলেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন কলকাতা মহানগরীর মূল কাঠামোকে শক্ত করে তোলা সি এম ডি-এর প্রধান কাজ। জল-সরবরাহ, ভূগর্ভের পয়ঃ-প্রণালী আবর্জনা অপসারণ ও পরি-বহণ মূল কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন সি এম ডি-এ হাস-পাতালগুলিতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মেট্রোপলিটান এলাকায় হাসপাতালগুলিতে ৩০০০ সাধারণ ও বিশেষ শয্যা বৃদ্ধির যে কর্মসূচী স্বাস্থ্য দফতর গ্রহণ করেছেন তা মঞ্জুর হয়েছে।

শ্রীশিবরাম কৃষ্ণণ বলেন সি এম ডি-এ আগামী তিন বছরের মধ্যে ৭০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করবে। —পি টি আই

কলকাতার ঠাকুর : ১৯৭১

বিশেষ প্রতিনিধি

তখন বৃষ্টি পড়ছে। লবণ হ্রদের আকাশ সীমা হুই ফন্দুর চোখের নিশানা। আর তারই মধ্যে চালা বেঁধে তৈরি হয়েছে লবণ হ্রদ আশ্রয়প্রার্থী শিবির উপনিবেশ। পাঁচ নম্বর সেকটারের এক, দুই ও তিন নম্বর ব্লকের সার্বজনীনে ঠাকুর গড়েছেন শ্রীকৃষ্ণপদ রায়। একেবারে নির্ভেজাল গ্রাম দেশের 'প্রতিমে'। রায় মশায়ের বাড়ি খুলনা জেলার বাগেরহাট থানার গেঁওমতী গ্রামে। ঠাকরও হয়েছে সেই গ্রামের ঢকে। এই

সোলার সাজ : কল্যাণ সংঘ, পারক সারকাস ময়দান

কাগজের প্রতিমা হিন্দুস্থান পারক সর্বজনীন

আমাদের নবমীর দিনে কলকাতার ঠাকুর দেখা শুরু। আর দক্ষিণ মুড়োয় বিজয়গড়ের ডেমোক্রাট অ্যাসোসিয়েশনের ভারতমাতার মূর্তি দেখে এবারের মত দেখার পালা সাঙ্গ দিলাম।

কলকাতায় এবার পুজো হয়েছে ৭১৮টা। একজনের পক্ষে সবঠাকুর দেখা যেন মোচার খোলায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়া। দেখতে দেখতে আগের দেখা মুছে যেতে থাকে। ভাল-মন্দ একাকার হয়ে যায়। শুধু যাঁরা একেবারে বিশেষ, তাঁরাই স্মৃতিপটে ধরা থাকেন। আর জাগ্রত সেই জননী যিনি প্রবহমানা।

ঊনিশ শ একাত্তরে কলকাতায় মাতৃমূর্তির গঠনকার্যে, উপাদানে আরও বৈচিত্র্য এসেছে। সাবেকি মাটির ঠাকুরেও যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি ঠাকুর গড়ার সাবেকি উপাদান মাটির বদলে ধীরে ধীরে শোলা, বাঁশ এবং কাগজও কাজে লাগান হচ্ছে। বাঁশ এতদিন ছিল শুধু কাঠামো তৈরির উপাদান এবং শোলা আর কাগজ ছিল ঠাকুরের চালচিত্র এবং অঙ্গের ভূষণ। গত বছর শ্রীঅনন্ত মালাকর শুধু শোলা দিয়ে ঠাকুর গড়ে সৃজনকর্মের একটা নতুন পথ খুলে দেন। এবার শুধু বাঁশ এবং কাগজ দিয়ে ঠাকুর গড়ে শিল্পীরা যে পথনির্দেশ করলেন, আশা করা যায়, ভবিষ্যতে কলকাতার মৃৎশিল্পে তা এক বড় রকমের রূপান্তর আনবে। এবং বিবিধ উপাদানের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাবে।

এবার আরেকটা জিনিষও লক্ষ্য করা গেল। শোলার সাজের অধিকতর ব্যবহার। উত্তর ও মধ্য কলকাতার চেয়ে দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডপ-গুলিতেই শোলার সাজের ঠাকুর অপেক্ষাকৃত বেশি নজরে পড়ল। কলকাতার উত্তর ও মধ্য প্রান্ত এখনও ডাকের সাজে মায়ের ষড়ৈশ্বর্য প্রকট করে চলেছেন। দেবেদের বাড়ির এক চালের সার্বেকি প্রতিমা কি বাগবাজার সার্বজনীন ডাকের সাজে প্রতিমার যে রাজকীয় গরিমা প্রকাশ করে তোলেন তার তুলনা খুব কমই মেলেই তেমনি ভাব ম্যাডক স্কোয়ারে বালিগঞ্জ দুর্গাপূজা সমিতির মণ্ডপে। এঁরা একই পথের পথিক।

সি আই টি রোডের এক পারকে ৫৭-৫৮ পল্লীর সার্বজনীনে, মহা-জাতি সংঘের পরিচালনায় এবার শ্রীফটিক পাল সিংহের গড়নেই শুধু বৈশিষ্ট্য আনেননি, প্রতিমার পট-ভূমিতে সবুজ এবং সজ্জায় শাদা শোলা কাজে লাগিয়ে এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যও সৃষ্টি করেছেন। এরই নিকটে পারক সারকাস ময়দানে কল্যাণ সংঘ আয়োজিত সার্বজনীনেও প্রায় একই ধরনের প্রচেষ্টা নজরে পড়ল।

এবার হিন্দুস্থান পারক সার্বজনীনে ইনডিয়ান আরট কলেজের দুই ছাত্র—শ্রীঅধর লস্কর এবং শেখর সান্যাল কাগজের ঠাকুর নির্মাণ করেছেন। ওঁরা শাদা, সবুজ এবং পাটাকলে রঙের কাগজ কেটে এই প্রতিমা গড়েছেন, হাতে তৈরি পুরু কাগজ। এটা পাকা শিল্প কাজের একটা সুন্দর নিদর্শন।

ভবানীপুরের সংঘমিত্র এবার উপহার দিয়েছেন বাঁশের ঠাকুর। রাত্রের আলোয় দূর থেকে এই বাঁশের প্রতিমাটি দেখলে মনে হয় উজ্জ্বল এক পিত্তল মূর্তি। দেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, তাঁদের বাহনেরা, অসুর, সিংহ, দেবীর আভরণ, চালের সাজ—সব বাঁশের। শিল্পী শালকিয়া নিবাসী শ্রীঅমল কারক। এই প্রতিমাটিই শিল্পীর প্রথম কাজ। স্মরণ থাকে যে, শ্রীঅনন্ত মালাকরও এইখানে গতবার সোলার ঠাকুর গড়ে প্রশংসা পেয়েছিলেন।

বিডন স্কোয়ার সার্বজনীনের

সোলার প্রতিমা : রূপচাঁদ মুখার্জি লেনের সর্বজনীন

ভারত মাতা : বিজয়গড়, ডেমো-ক্রেটিক এ্যাসোসিয়েশন

প্রতিমাও অন্যান্যবারের মত বৈচিত্র্যময়। এবং জগদ্বন্ধু পারকেও যথারীতি নবারীতির প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। যাঁর মধ্যে তন্ত্র এবং মারকসবাদ মেলাবার এক প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মারকসবাদের কথায় মনে পড়ল যে এবার বহু মণ্ডলের আনাচে কানাচে নানা ধরনের মারক্সবাদী বইয়ের স্টল দেখা গেল। উত্তর কলকাতার কোনও কোনও জায়গায় বই-এর স্টলে রাখা সমুন্নত লেনিন এবং প্রতিমার দুরত্ব বিস্ময়করভাবে

বাঁশের প্রতিমা : সংঘ মিত্র, ভবানীপুর

কম। কে কার দিকে এগিয়ে চলেছেন, বোঝা মুস্কিল।

বিজয়গড়ের ডেমোক্রেটিক অ্যাসো-সিয়েশনও প্রতিমা পূজার মধ্য দিয়ে এক রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। তা হল জাতীয়তাবাদ। ওঁদের উপাস্য মূর্তি ভারতমাতা। চতুর্ভুজা, গৈরিকধারিণী, এলোকেশী। দেবী দাঁড়িয়ে আছেন অশোকের ত্রিসিংহ লাঞ্ছিত সীলমোহরের উপরে। ডান (উপরে) হাতে ত্রিশূল, নিচের হাতে রুদ্রাক্ষ, বাম (উপরে) হাতে জাতীয় পতাকা, নিচের হাতে গীতা। ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি দণ্ডায়মানা। তাঁর সম্মুখে মণ্ডপে দাঁড়িয়ে আছেন গান্ধীজী এবং তাঁর কোলে শেখ মুজিব। এবং আরও অনেক ছবি। একজন উদ্যোক্তা বললেন, ভারতমাতা পূজা করার জন্য এইসব শহীদ নিহত হয়েছেন গুপ্ত ঘাতকের হাতে। এই প্রতিমার শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ পাল, এবং সাজসজ্জা বকুল সরকারের।

বীরাষ্টমীর দিন এই ক্লাবের সদস্যরা প্রতিবারের মত এবারও ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করেছেন। কলকাতার পুজোর তামসিক উৎসবে এই ধরনের রাজসিক দৃষ্টান্ত বিরল, তবুও যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক।

কোচবিহারে সৈনিক খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার, ২৯ সেপটেম্বর—কোচবিহারে নিউ টাউনে একটি দুর্গা-পূজা মণ্ডপ থেকে ফেরার সময় একজন সৈনিক ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। পুলিশ একজন তরুণী ও অন্য দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

সি আর পি ক্যাম্পের ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২৯ সেপটেম্বর—গতকাল শক্তিনগর এলাকার মুক্তি মন্দিরে সি আর পি ক্যাম্প লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। এতে সি আর পি'র তিন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

শিক্ষকের মৃত্যু নিয়ে দু'জন কনসটেবল গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২৯ সেপটেম্বর—শিক্ষক শ্রীরঘুনাথ বিশ্বাসের মৃত্যু সম্পর্কে আজ সশস্ত্র পুলিশের দু'জন কনসটে-বলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মারধরের ফলে শ্রী বিশ্বাস মারা যান বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি গতকাল রাত্রি নয়টা নাগাদ কোতোয়ালি থানা এলকায় জাভা শরণার্থী শিবিরের কাছে ঘটে শ্রীবিশ্বাস তাঁর গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, ওই দু'জন কনসটেবল তাঁর মুখে টরচ-এর আলো ফেলার পর উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি হয়। শ্রী বিশ্বাস নির্মমভাবে প্রহৃত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজয়া : বিচ্ছেদ ও মিলনের দিন

মেঘনাদ বধ কাব্যের উপসংহারে সমগ্র রক্ষোকুলের আর্তি ও হাহাকার ফুটিয়ে তোলবার জন্য শ্রীমধুসূদন একটি মাত্র উপমা ব্যবহার করেছিলেন,

করি স্নান সিন্ধু নীরে,
রক্ষোদল এবে
ফিরিল লঙ্কার পানে,
আর্দ্র অশ্রুনীরে
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে

বিসর্জিত প্রতিমা যেন দশমী দিবসে—এই একটিমাত্র বাক্য গভীর বিষাদ, নিদারুণ বেদনার প্রতীক। শূন্য হৃদয়ের সঙ্গে উৎসব শেষে দশমীর শূন্য দেবী মন্দিরের তুলনা বহু কবিই নানাভাবে করেছেন। হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে উপড়ে ফেলবার বেদনা। কারণ দুর্গা-পূজা তো শুধু বাঙালীর কাছে উৎসবই নয়—বাঙালীর ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের প্রতীকী কল্পনা দিয়ে ঘেরা প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদের এ এক পালা-পার্বণ। দুর্গা তন্ত্রের দেবী—হিন্দুর দেবী। কিন্তু বাঙালীর কাছে দুর্গার দেবীসত্তার চেয়ে বড় তাঁর মানবিক রূপ। তিনি বাংলার মেয়ে। তিনি গিরি-দুহিতা। শান্ত কবির চোখে তিনি জনম দুখিনী বাঙালী কন্যা। এক বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে তিনি মাত্র তিনদিনের জন্য এসেছেন পিত্রালয়ে। তাই তো, নবমীর রাত্রি থেকেই শিশিরে শিশিরে চিরন্তনী মাতৃহৃদয়ের অশ্রু ঝরে পড়ে। দশমীর সূর্য উঠছে বিচ্ছেদের বার্তা বহন করে। তাই তিনি বলে ওঠেন,

'ওরে নবমী নিশি না হইওরে অবসান
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সত্যের মান॥

খলের প্রধান যত,
কে আছে তোমার মত
আপনি হইয়ে হত বধরে পরেরি প্রাণ।'

যিনি একদিন উৎসব শুরুতে বলে-ছিলেন,

'নাশিতে আঁধার রাশি, উমাশশী
প্রকাশিল'

তিনি আজ হাহাকার করে ওঠেন,

যেও না যেও না নবমী রজনি,
সন্তাপহারিনী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে
চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন
জলে।

কিন্তু তবু যেতে দিতে হয়। নিষ্ঠুর নির্মম সত্য এইটাই যে, মিলন ক্ষণকালের, বিরহ দীর্ঘদিনের। এবং দীর্ঘদিনের বিরহ আছে বলেই ক্ষণ-কালের মিলনের মুহূর্তটুকু এত আনন্দের। চিরন্তনী বাঙালী মাতৃ মূর্তি মেনকার দুঃখ দশমীর দিনে সমস্ত বাঙালীর মনে ছড়িয়ে পড়ে।

*

তবু এই দুঃখটুকুকে মনে চেপে রেখে আমরা বিজয়াকে 'বিচ্ছেদের মাঝেও প্রিয় মিলনের দিনে পরিণত করেছি। একদিকে হৃদয়ভরা শূন্যতা আমরা পূর্ণ করতে চেয়েছি গৃহে গৃহে প্রিয়জন-আত্মজনের শুভ মিলনে, আলিঙ্গনে, প্রণামে, আশীর্বাদে আর শুভেচ্ছায়। কবে কোন সুদূর অতীতে কোন রাজ্যহারা, পত্নীহারা বনবাসী রাজপুত্র অকাল বোধন শেষে শত্রুজয় করেছিলেন। তাঁরই বিজয় উৎসবের আনন্দকে আমরা গ্রহণ করেছি। আজ এই বিজয়ার পরম মুহূর্তে আমাদের কাছে কেউ আর শত্রু নেই। সকলেই আজ আপন, আজ বসুধৈব কুটুম্বকম্। আজ সবার রঙে রঙ মেলাবার দিন। আজ অতিথির জন্য অবারিত গৃহ।

হৃদয়ের পাত্র শূন্য রাখতে বাঙালী জানে না। তাই তো একদিকে চরম বিচ্ছেদ অন্য দিকে আবার গৃহে গৃহে মিলনের আয়োজন। বাঙালীর সামাজিক জীবন যেন এক চিরপ্রবহমান নদী, গভীরতায় অন্তর্লীন। একদিকের কূল ভাঙছে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে সে গড়

ইসলামাবাদে প্রেরিত বাঙালী কর্মীদের সীমান্তে নাটকীয়ভাবে মুক্তিলাভ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—এখনকার পাকিস্তান হাই কমিশনের চারজন বাঙালী কর্মচারীকে গতকাল বাসে করে ইসলামাবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু এই চার ব্যক্তি নাটকীয়-ভাবে তাঁদের পরিবারের লোকজন নিয়ে সরে পড়ে আত্মরক্ষা করেন।

বাসটি যখন গতকাল রাত আটটা নাগাদ দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে থামে, তখনই এই ঘটনা ঘটে।

এই চারজন কর্মী হলেন: সর্বশ্রী মফিজুর রহমান—স্টেনোগ্রাফার, এ কে আজাদ—ইউ ডি এসিসট্যান্ট, মহম্মদ জয়নাল আবেদীন—এল ডি এসিস-ট্যান্ট এবং গোলাম মুস্তাফা—ডিসপেনসার।

এই চার ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁদের পরিবারের লোকজনের মোট সংখ্যা বাইশ। এই চারজনের একজন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, সীমান্তে বাসটি দাঁড়ালে তাঁদের কেউ কেউ নেমে পড়ে চিৎকার করতে থাকেন। আশপাশের লোকেরা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরা দিল্লিতে ফিরে আসেন। এর পর তাঁরা বাংলা-দেশ মিশনে আশ্রয় নেন।

শ্রীমফিজুর রহমান, পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনারের স্টেনো-গ্রাফার, বলেন—পাক হাই কমিশনে ছয় মাস বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা সুখী। শ্রী রহমানের সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে।

গতকাল মধ্যরাত্রে বাংলাদেশ মিশনে সাংবাদিকদের কাছে তাঁরা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

শ্রী রহমান বলেন, তাঁদের বাসের পিছনে দুটি গাড়ি এবং একটি মিনি বাস যাচ্ছিল। আর তাতে ছিল পাক গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা। প্রায় ছয় মাস যাবৎ হাই কমিশনে তাঁদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল এবং কদিন আগে তাঁদের বলা হয় যে ইসলামাবাদে তাঁদের বদলি করা হয়েছে। হাই কমিশনে আরও বার-জন বাঙালী তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আছেন। তাঁদের উপরও বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বাঙালী কর্মীরা জানান, হাই-কমিশনে থাকার সময় আমাদের যথেচ্ছ-ভাবে চলাফেরা, মেলামেশা বা কথা বলতে দেওয়া হয়নি। আমরা বহু নির্যাতন, অপমান সহ্য করেছি এবং অনশনে দিন কাটিয়েছি।

তাঁরা এ কথাও জানান, যে সমস্ত বাঙালী পাক হাইকমিশনে আছেন তাঁদের অনেকেই রোগাক্রান্ত। অনেককেই হাসপাতালে পাঠানো দরকার। কাউকে কাউকে দূতাবাসের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী অফসারদের সামনে পশ্চিম পাকিস্তানী গোয়েন্দারা মারধোর করেছে।

তাঁরা আরও জানান যে, দুটো ট্রাকে তাঁদের বাসের একঘণ্টা আগে মালপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই তাঁদের সবকিছুই খোয়া গিয়েছে।

এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, তবু আমরা সুখী। এখন আমরা মাতৃ-ভূমির জন্য মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে পারব। পাকিস্তান এখন মৃত, লক্ষ লোকের কবরের তলায়। বাংলা দেশ বাস্তব সত্য। বাংলা দেশ সরকারের প্রতি আমরা অনুগত। —পি টি আই

পাক হাই কমিশনের অভিযোগ "দুরভিসন্ধিমূলক"—সাহাবুদ্দিন

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রী কে এস সাহাবুদ্দিন বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পাক হাইকমিশনের চারজন বাঙালী কর্ম-চারীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে পাকিস্তান হাইকমিশন যে অভিযোগ করেছেন তা "দুরাভিসন্ধিমূলক"। তিনি বলেন, ঐ সব কর্মীরা গতকাল রাত্রে স্বেচ্ছায় নাটকীয়ভাবে নিজেদের মুক্ত করে বাংলাদেশের জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালী ভাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং এর সঙ্গে কোনরকম-ভাবে ভারত সরকার জড়িত নয়।

—ইউ এন আই

নতুন অন্ধ্র মন্ত্রিসভা

১৪ জনের নাম ঘোষণা

হায়দরাবাদ, ২৯ সেপটেম্বর—"নতুন দৃষ্টিভঙ্গী" নিয়ে অন্ধ্র প্রদেশে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হতে চলেছে, তার প্রথম দলে ১৪ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে নয়জন হচ্ছেন কেবিনেট পর্যায়ের এবং পাঁচজন হচ্ছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীরা হলেন —মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিংহ রাও; উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি ভি সুব্বা রেড্ডি; শ্রীকাকানি ভেঙ্কটরত্নম; শ্রী কে অচ্যুত রেড্ডি; শ্রী জে চোক্কা রাও; শ্রী এস সিদ্ধ রেড্ডি; শ্রীইব্রাহিম আলি আনসারি; শ্রী এম মালিক রাও এবং শ্রী বি সুব্বা রাও।

রাষ্ট্রমন্ত্রীরা হলেন—শ্রী এ বাসুদেব রাও; শ্রী সি রাজানরসিংহ; শ্রী কে গোপাল নাইডু; শ্রী পি এস মহেন্দ্রনাথ ও শ্রী কে ভিম রাও।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ইরাকের ভাইস প্রেসিডেনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদচ্যুত

বেইরুট, ২৯ সেপটেম্বর—ইরাকের ভাইস প্রেসিডেনট লেফটেন্যানট জেনারেল সালে খাদি আমাল এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদেল করিম অল-সিকলিকে তাঁদের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কায়রো রেডিও গতকাল রাত্রে এই সংবাদ দেয়।

রেডিওতে এ সম্বন্ধে আর কোন বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়নি। কিন্তু একথা বলা হয়েছে প্রেসিডেনট আমেদ হাসান বাকরের আদেশ অনুযায়ী এঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে।

এক অসমর্থিত সংবাদে জানা যায় শ্রীসিকলিকে রাষ্ট্রদূতে ইরাকের প্রধান প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে।

১৯৬৮ সনে ৩১ জুলাই প্রেসিডেনট বাকর বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তারপর থেকে তিনি তিনবার তাঁর মন্ত্রিসভার রদবদল করেন। —রয়টার

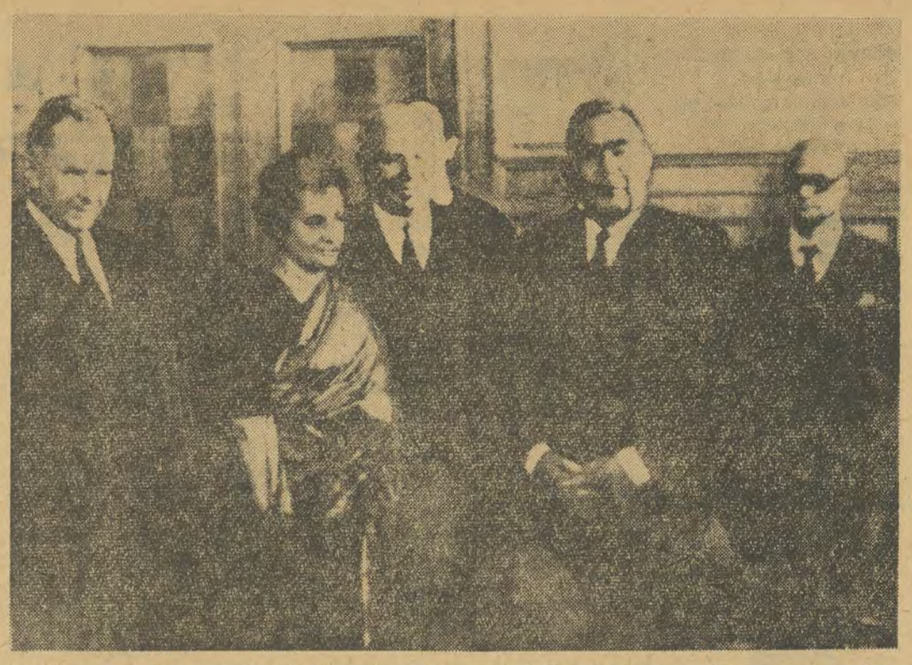

ক্রেমলিনে কোসিগিন, পদগরনি ও ব্রেজনেভের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। —বেতার-চিত্র

উৎসব-নগরীর বিধ্বস্ত চেহারা

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

প্রান্তে সুন্দরবন উপকূল থেকে ঘূর্ণি-বায়ুর সৃষ্টি হয়। দুপুরের দিকে এই ঘূর্ণি হাওয়া কলকাতার পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে পৌঁছয়। এর পর সমগ্র আবহাওয়া ব্যাপক ঝড়ের রূপ ধারণ করে। বায়ুর চাপ তখন 'আবহাওয়া অফিসের ভাষায় ৯৭৯ মিলিবার'।

আবহাওয়া অফিসের হিসাব মতে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৬ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড নিচে ছিল। অর্থাৎ ২৬·৪ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪·২ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের ১ ডিঃ সেঃ নিচে। আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯৯ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ৮৭ ভাগ।

দেড়শ' পূজা মণ্ডপের ক্ষতি

ঘূর্ণি ঝড়ের জন্য এদিন কলকাতার কোন পূজা মণ্ডপই অক্ষত ছিল না। দমকল বাহিনীর সূত্রে জানা যায় এদিন কলকাতায় দেড়শ'রও বেশি পূজা মণ্ডপ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পূজা মণ্ডপগুলি ভেঙ্গে বা কাত হয়ে পড়লেও বড় ধরনের তেমন কোন দুর্ঘটনা এদিন নগরীতে ঘটেনি। জখমের ঘটনা ঘটেছে একটি জায়গায় —বিকালের দিকে দক্ষিণ কলকাতার লেক ট্যারেস ও শরৎ বসু রোডের মুখে সর্বজনীন পূজা মণ্ডপটি ভেঙ্গে পড়ায় তিনজন জখম হয়।

শরণার্থী শিবিরে পূজা মণ্ডপের ক্ষতি

ঝড় বৃষ্টিতে লবণহ্রদ শরণার্থী শিবিরে সাতটি পূজা মণ্ডপ ভেঙে পড়েছে। প্রতিমারও খুব ক্ষতি হয়েছে। পাঁচ নম্বর সেকটর জুড়ে শরণার্থী শিবিরে মোট এগারোটি পূজা মণ্ডপ।

ছেঁড়া ত্রিপল আর ছেঁড়া চাটাই ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট মণ্ডপ, কোনটিই তেমন মজবুত নয়। সকাল থেকেই দমকা বাতাস শুরু হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দাপটও বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে জোর বৃষ্টি। চারদিকে ফাঁকা মাঠ মাঝ-খানে ছোট ছোট শিবির। বিকালে প্রবল বেগে ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকে। তার ধাক্কায় মণ্ডপগুলির চালা উড়ে যায়, ভেঙে যায়।

রাজারহাট থানা থেকে একদল পুলিশ পাঠানো হয়েছে উদ্ধার কাজের জন্য, থানা থেকে বলা হয়, কাঁচা রাস্তায় জল কাদা। শিবির পর্যন্ত গাড়ি যেতে পারেনি। মাইল দুয়েক দূরে গাড়ি রেখে পুলিশ দল হেঁটে রওনা হয়ে যান।

পারক সারকাস ময়দানে মণ্ডপ বিধ্বস্ত

পারক সারকাস ময়দানের পূর্ব-দিকের পূজাটি বেশ জমজমাট। বুধ-বারের জলে এবং দমকা হাওয়ায় সমস্ত চালাটিই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, প্রতিমারও সামান্য ক্ষতি হয়। কলেজ স্কোয়ারের মণ্ডপের বাইরের দিকের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। শিয়ালদহের মোড়ে নির্মিত বিরাট তোরণটিও হেলে পড়ে। সারা শহরে প্রায় শদেড়েক মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে পূজা মণ্ডপের ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড়ে বিকালে কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে ভি আই পি রোডের ওপর একটি বড় সর্বজনীন পূজামণ্ডপ ভেঙে পড়েছে। প্রতিমারও খুব ক্ষতি হয়েছে।

বাড়ি ও বস্তি ধসার দুর্ঘটনা

এদিন শহরের নানা অঞ্চলেই বেশ কয়েকটি বাড়ি ও বস্তি ধসে পড়ে। এর মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনা বেশ বড় ধরনের—আহতের সংখ্যা দশ। অবশ্য কারও আঘাত গুরুতর নয়।

বিকালের দিকে মানিকতলা এলাকায় মুরারিপুকুর রোডে একটি বড় টিনের চালের বস্তি ভেঙ্গে পড়ে। এই ঘটনায় ৬ জন সামান্য জখম হয়ে-ছেন বলে খবর।

উলটাডাঙ্গা মেন রোড ও দক্ষিণ কলকাতার প্রতাপাদিত্য রোড থেকেও দুটি বাড়ি ধসার খবর পাওয়া যায়। এই দুটি ঘটনায় আহতের সংখ্যা চার।

লনচডুবি

বুধবার ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ক্যানিং-এর কাছে নদীতে 'অলকানন্দা' নামে একটি পুলিশের লনচ উল্টে ডুবে যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ গভীর রাত্রি পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়নি।

ঝড়ের জন্য জাহাজ আসা-যাওয়া বন্ধ

সাইক্লোনের জন্য এদিন কোন জাহাজ বন্দরে আসতে বা যেতে পারেনি। মোহনা থেকে ছটি জাহাজের কলকাতা বন্দরে আসার কথা ছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। পোরট কমিশনারসের লনচগুলিও বইরে যাচ্ছে না। ঝড়ের জন্য সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাহাজগুলিকে যতটা সম্ভব ডকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বিমান বার্তা

ঘূর্ণি ঝড়ের জন্য এদিন দমদমের ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের পাঁচখানি বিমান বাতিল হয়ে যায়। এই পাঁচখানির মধ্যে একটি হচ্ছে বোমবাই-এর বোয়িং সারভিস একখানি দিল্লির আর তিনখানি গোহাটি মেহনবাড়ির।

ট্রেনের অবস্থা

এদিন শিয়ালদহ এবং হাওড়া শাখায় ট্রেন চলাচলে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। সকালের দিকে ট্রেন কিছুটা স্বাভাবিক চলেছে। দুপুরের পর থেকে ট্রেন চলাচলে কোন নিয়ম বলে কিছু রাখা যায়নি। কোথাও গাছ পড়ে লাইন অবরোধ সৃষ্টি হয়েছে কোথাও বৈদ্যুতিক গোলযোগ। কর্মীদের উপস্থিতির হারও এদিন কম ছিল।

বাস-ট্রাম চিত্র

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য এদিন কলকাতায় বাস-ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়ে। স্টেট বাস রোজ যা বের হয় এদিন পথে বেরিয়েছে তার চেয়ে অর্ধেক। অর্থাৎ শ দুয়েক বাস বিভিন্ন রুটে চলেছে। তাও অনিয়মিত।

সকালের দিকে কয়েকটি রুটে ট্রাম চললেও দুপুরে একটা থেকে সমস্ত রুটেই ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়। এবং বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সমস্ত রুটেই ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল। বিকাল পাঁচটার পরে আবার কোন কোন রুটে ট্রাম বের হয়েছে। ট্রাম কোমপানি সূত্রে জানা যায় অন্যদিন কলকাতায় তিনশ' সোয়া তিনশ ট্রাম চলে এদিন চলেছে শ দুয়েক।

প্রাইভেট বাসের সংখ্যাও এদিন খুব কম ছিল। ফলে পূজোর দিনে নাগরিক সাধারণকে অশেষ ক্লেশের মধ্যে পড়তে হয়।

ঝড়ে মরবান এলাকায় এবং বহু

পূজো মণ্ডপের চারদিকে পুকুর যেন। বুধবার ঠনঠনিয়া অঞ্চল।

—নিজস্ব-চিত্র

শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার গ্যারাণ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

সমাধান হিসাবে সামরিক ব্যবস্থাকে বিশ্বজনমত বরদাস্ত করবে না।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকোসিগিন জানান, শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ যাতে সৃষ্টি করা যায় তার জন্য আমরা (সোভিয়েট ইউনিয়ন) পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করব।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রী কোসিগিন বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে ঘটছে। ভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? এই সূত্রে ভারতের সমস্যা হল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের নিয়ে। মীমাংসা করতে হবে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে এবং তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হওয়া চাই। আর তা হবে নিঃসন্দেহে রাজ-নৈতিক সমাধান।

প্রশ্ন: পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। এবং বলে বেড়াচ্ছে এতে নাকি অনেক রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়া যাবে। এটা কি ঠিক?

উত্তর: আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্ব জনমত সামরিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করবে না।

বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহে মহারাষ্ট্র রাজ্যপালের পরামর্শ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নাগপুর, ২৯ সেপটেম্বর—মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীআলি ইয়ার জং বাঙলা দেশের সাহায্য সংগ্রহের তহবিল স্ফীত করার জন্য জন-সাধারণের আরো অধিকমাত্রায় ও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যে-কের কাছে দেখা করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।

রাজভবনে বাঙলা দেশ সহায়তা সমিতির বৈঠকে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে আরো প্রস্তাব করেন যে স্থানীয় সমিতি তাদের সংগৃহীত অর্থ যেন নানা ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের শাড়ি কম্বল ও ছোট ছেলেমেয়েদের তৈরি জামা কাপড় পোষাক কেনায় খরচ করে। এ কাজে প্রতিবেশী রাজ্যদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টিতে সহায়তা করেন কারণ নানা ক্যাম্পে মহারাষ্ট্রের সীমানায় অবস্থিত।

রাজ্যপাল প্রস্তাব রাখেন যে মহা-রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়ে বাঙলা দেশের সীমানার কাছে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাঙলা দেশের পাঠক্রম সমন্বিত ৬০০ থেকে ১০০০ ছাত্র-ছাত্রীর ব্যবস্থা নিয়ে স্কুল খুলুক। এ ব্যাপারে তিনি অন্য সব প্রদেশের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ত্রিপুরা ও মানার উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করার জন্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য ছাত্রদের একটি দল পাঠাবারও প্রস্তাব করেন তিনি।

বিহার সরকারের করবৃদ্ধি প্রস্তাবের প্রতিবাদ

দলসিংসরাই, ২৯ সেপটেম্বর—বিহার সরকার জমি সড়ক ও স্বাস্থ্য করের পরিমাণ বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত করেছেন বিহার বিধানসভার স্বতন্ত্র দলে নেতা শ্রীবসোবন্তকুমার চৌধুরী তার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত মৃতদেহকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার মত নিষ্ঠুর।

শ্রীচৌধুরী বলেন, স্বতন্ত্র দলের বিহার শাখা এই কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। —পি টি আই

পুরীতে এবার আশানুরূপ ভীড় হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরী, ২৯ সেপটেম্বর—এবার পূজার ছুটিতে পুরীতে লোক সমাগম বেশি না হওয়ায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কিছুটা হতাশ হয়েছেন। কারণ তাঁরা এবারও অন্যান্য বছরে মত পূজার ছুটির সময় ভীড় হবে বলে আশা করেছিলেন।

যেসব লোক পূজার ছুটি কাটাবার জন্য পুরী এসেছেন তাঁদের অধিকংশই সমুদ্রতীরে হোটেল ও রেসট হাউসগুলিতে রয়েছেন। সেইজন্য হোটেল ও রেসট হাউসগুলিতে স্থানাভাব ঘটেছে। এমনকি ধর্মশালাগুলিতেও স্বাস্থ্য সেবীরা এসে উঠছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ বছরের ভীড় খুব বেশি বলা যায় না।

লখনউয়ে অস্ত্রশস্ত্রের "কারখানা" আবিষ্কার

লখনউ, ২৯ সেপটেম্বর—আজ লখনউ শহরে জনবহুল চক এলাকায় একটি গোপন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের "কারখানা" আবিষ্কৃত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই কারখানাটি থেকে বহু আধা তৈরী বন্দুক ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪টি বন্দুক পুলিশ হস্তগত করেছে। কারখানার মালিক বলে বর্ণিত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। —ইউ এন আই

বাংলাদেশ প্রশ্নে রুশ মনোভাব ভারতের কাছাকাছি

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

বন্দরে শ্রীকোসিগিন ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন: আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন, যারা নির্যাতন চালায়, তারা কখনও আমাদের সমর্থন পেতে পারে না। আমাদের সহানুভূতি পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি।

বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা মূলত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, কারণ এটা শাসকগোষ্ঠী ও জনগণের ব্যাপার। তবে ব্যাপারটি যেভাবে ভারতীয় অঞ্চলের ওপর চেপে বসেছে, তাতেই 'ভারত এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে—শ্রীমতী গান্ধী তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে সোভিয়েট নেতার উপ-স্থিতিতে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করলে শ্রীকোসিগিন তার সঙ্গে একমত হন।

সোভিয়েট নেতা বলেন: বড় বড় সব ব্যাপারেই ভারতের সঙ্গে তাঁদের মতের মিল রয়েছে। কোন ব্যাপারেই ভারতের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ নেই। তিনি আরও বলেন: আমরা ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্বকে অচ্ছেদ্য মনে করি।

আজকের যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে রুশ মনোভাব ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি বিশেষ করে সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান।

যুক্ত বিবৃতির বক্তব্য দেখে এখানে এ রকম মনে করা হচ্ছে যে, ভারতে শরণার্থী আগমন বন্ধ করতে এবং তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে ভারত যে ব্যবস্থাই নেবে, সোভিয়েট সরকার তা সমর্থন করবে।

শ্রীমতী গান্ধী শ্রীব্রেজনেভকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি তা গ্রহণও করেছেন। তবে কবে তিনি সফরে যাবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। প্রেঃ পদগরনি হানয় যাওয়ার পথে ১ অকটোবর নয়াদিল্লি যাচ্ছেন

যুক্ত বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তিনদিনব্যাপী সোভিয়েট সফরের শেষে আজ এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পূর্ববঙ্গের জনগণের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা এবং শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই মীমাংসা একান্ত জরুরী। ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ইশতেহারটি আজ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, রুশ প্রটোকল অনুযায়ী যুক্ত ইশতেহারের চেয়ে যুক্ত বিবৃতির গুরুত্ব বেশি।

যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শরণার্থী আগমন বন্ধ করা এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য সোভিয়েট সরকার মেনে নিয়েছেন। শরণার্থী আগমনের দরুন ভারতের সমাজ-অর্থনীতিক প্রকল্পগুলির রূপায়ণে ক্ষতি হচ্ছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র বহুবিধ অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

শরণার্থী ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে পরবর্তীকালেও পারস্পরিক আলোচনা চালিয়ে যেতে উভয় সরকারই সম্মতি জানিয়েছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা সম্পর্কে উভয় সরকার মিলে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিবৃতিতে পশ্চিম এশিয়া ভিয়েতনাম ও অন্যান্য সমস্যারও উল্লেখ আছে।

শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েট কমিউ-নিসট পারটির প্রধান শ্রীব্রেজনেভকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রীব্রেজনেভ তা গ্রহণ করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিনকে আসারও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

—পি টি আই

পাক বেতারে কোসিগিনের অবেদন প্রচার

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—উপমহা-দেশে উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য সব-প্রকার ব্যবস্থা নিতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশে যে আবেদন করেন, গতকাল রাত্রে পাক বেতারে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে তা প্রচার করা হয়।

পাক বেতারে বলা হয়: শ্রীকোসিগিন বলেছেন, উপ-মহাদেশে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে। শ্রীমতী গান্ধীর সম্মানার্থে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় শ্রীকোসিগিন ভাষণ দিচ্ছিলেন।

পূর্ববঙ্গ তিনটি প্রদেশে ভাগ হবে। হিন্দুদের ভোট থাকবে না

ইয়াহিয়ার খসড়া সংবিধান

স্টাফ রিপোরটার

'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকায় ইয়াহিয়ার সংবিধানের একটি খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। এই খসড়ায় পূর্ব বাংলাকে তিনটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি।

কিছুদিন আগে জঙ্গী শাহী সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটি ওইরূপ এক সুপারিশ করেছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া আগামী মাসে সরকারীভাবে এই সংবিধান প্রকাশ করবেন। তারপর জাতীয় পরিষদে তা আলোচিত হবে।

একটি কূটনৈতিক সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের লোক-সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর জন্য রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা—এই তিনটি ডিভিশন নিয়ে তিনটি পৃথক প্রদেশ হবে। তিনটি আলাদা আইন-সভাও থাকবে।

পাক জঙ্গী কর্তৃপক্ষ হিন্দুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সম্পর্কে ওই খসড়ায় বলেছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় পাকি-স্তান ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাঁদের কোন ভোটাধিকার দেওয়া হবে না।

আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষণার পর এই দলের নামে বা বেনামে কোন দল বা ব্যক্তি কোনদিন নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না।

খসড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যখন যেখানে প্রয়োজন হবে তখনই সামরিক আইন জারি করা হবে। গবর্নরগণ মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। রাজ্যগুলিতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে গবর্নরের উপর। তিনি সামরিক বা বে-সামরিক হতে পারবেন। একমাত্র প্রেসিডেনটই গবর্নর নিয়োগ করতে পারবেন।

ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাকি-স্তানের উভয় অংশে আরবি হরফ চালু করা হবে।

ওই সূত্র থেকে জানা যায়, পাকি-স্তান টাইমস (সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা) এর কুখ্যাত সম্পাদক ওই খসড়া সমর্থন করে দুটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানী অধ্যাপকের বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদান

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আলি আশ্রাফ ইংলন্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন বলে স্থির করেছেন। করাচির জন পত্রিকা এই সংবাদ দিয়েছেন।

ডঃ আশ্রাফ পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি গত এক বছর ধরে 'অধ্যয়নের জন্য ছুটি নিয়ে ইংলন্ডে আছেন।

জং পত্রিকায় বলা হয়েছে, ডঃ আশ্রাফ বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ-দানের সিদ্ধান্ত করেছেন।

—ইউ এন আই

একটি সার্থক সফর

প্রথম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমের পর

ব্যাপারে এতটা আশান্বিত হয়ে উঠেছেন?

শ্রীমতী গান্ধী: আশার কোন কারণ না থাকলেও মানুষকে কোন কোন সময় আশা পোষণ করে চলতে হয়।

চীন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বলতে আপনারা যা বোঝেন তার সব কয়টি নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, দুই দেশের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমি মনে করি।

উপরাষ্ট্রপতি শ্রীপাঠক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিমানবন্দরে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত জানান।

পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই মসকো থেকে ফিরে এসেছেন, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণা-লয়ের নীতিনির্ধারক কমিটির চেয়ার-ম্যান শ্রী ডি পি ধর মসকোয় রয়ে গিয়েছেন। —ইউ এন আই

বাঁশপানি-জাখপুরা রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবে টালবাহানা

ভুবনেশ্বর অফিস

২৯ সেপটেম্বর—তালচের বিমলাগড় রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব শেষ অবধি শিকেয় উঠেছে। বাঁশপানি-জাখপুরা রেলপথ নির্মাণের সম্ভবনা সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই প্রস্তাব যদি কার্যকর হয় তাহলেও চতুর্থ যোজনা-কালের মধ্যে তার কোন আশা নেই। পরাদীপ পোরট ট্রাসটের সদস্য শ্রীনিশা-মণি খুন্টিয়া রেলওয়ে বোরড থেকে যে চিঠি পেয়েছেন তাতে এই আভাস দেওয়া হয়েছে।

বাঁশপানি-জাখপুরা রেলপথ নির্মিত হলে ও ড্রার আকরিক লৌহ উৎপাদনের এলাকাগুলির সঙ্গে পারাদীপ বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে রেলওয়ে বোরডের নোটে বলা হয়েছে বাঁশপানি অঞ্চলের আকরিক লোহার খনিগুলির উন্নয়নের উপর এই রেলপথ নির্মাণের বি

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামলা — ৬৭ ২৩৭১
২, ৫, ৮
ধন্যি মেয়ে

জয়া — ৩৯ ২৩৭৮
১, ৩৫, ৬॥
সীমাবদ্ধ

জেম — প্রত্যহ বেলা ১১-১৫ মিঃ (ইস্টম্যান কল.র)
ছোটি বহু

রূপম — ফোন ৩৪-৪৩১৮
১ ৪ ৭
পচীমার সংসার (৫ম সপ্তাহ

খ্রিলোদিনী — ৪৭৩১১১
১, ৪, ৭
নিশিপদ্ম

পূরবাশা — ৭৬ ২৩৩১
১॥, ৪৫, ৮
নাদান

নবীনা — ফোনঃ ৪৬-৪০৯১
প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা
সীমাবদ্ধ

অতান্দ্র — ৫৭৯১৮৪
১, ৪, ৭
ছোটি বহু

অশোকা — বেহালা ৫৩১
১॥ ৩॥ ৬॥
কাঠপুতলী

অলকা — ফোন- ৬৭ ২০৯২
১॥ ৪॥ ৭॥
সীমাবদ্ধ

নারায়ণী — ৫৯ ৩৭৮
১, ৪, ৭
কাঠপুতলী

পার্বতী — হাওড়া ৬৭ ২৪১১
২, ৪৫, ৭॥টা
খুঁজে বেড়াই

সুরশ্রী — ৩৭ ৩৮৭৬
১২ ৩ ৬
জয় বাংলা

শ্যামশ্রী — ২, ৫, ৮
সীমাবদ্ধ

রূপাঞ্জনা — সিনেমা ৪৫ ২৭৩৫
১॥ ৪॥ ৭॥
দুটি মন

১৫শ রেকর্ড সপ্তাহ

রিগ্যাল — প্রিয়া
১১, ২॥, ৫৮, ৯ — ২, ৫।, ৮॥
মিত্রা — জয়ন্তী
২, ৫।, ৮। — (রিষড়া)
স্বপ্না — সুরশ্রী — মায়া — অঙ্কার
রূপমায়া — রিজেন্ট (পাটনা) — অর্ণা
নিউ তরুণ বালী ছায়াবাণী (বারাসত)

টিকিট হলে ১টা—৭টা
রজত জয়ন্তী সপ্তাহ!

রাধা (২ ৫, ০ ৩ পূর্ণ (২॥, ৫॥, ৮॥)
ও অন্যত্র

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (তাপনিয়ঃ)
আজ : নূতন সূচী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত গ্রহ-তারকা (৩) '৭২ সালের গ্রহরাজি
বাংলা—বেলা ১০টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা; হিন্দী—বেলা ১১টা, ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা; ইংরাজী—বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা ও রাত্রি ৮টা.

মহাপূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

২০শ সপ্তাহ!

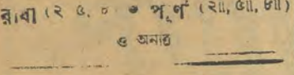

ষ্টার থিয়েটার

[শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর
শনিবার ২রা অক্টোবর (গান্ধীজীর জন্মদিন) ও রবিবার ৩রা অক্টোবর
প্রত্যহ বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়

রঙমহল

ফোন : ৫৫-২৬১১
আজ ও শনি : ২॥ ও ৬টায়
রবি (লক্ষ্মীপূজো) মাত্র ২॥টায়
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরণ
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দ্র ॥ হরিধন ॥ অজিত ॥ মৃণাল ॥ অমরনাথ ॥ কেষ্ট ॥ সন্তোষ ॥ ইন্দিরা ॥ অর্চনা ॥ রত্না
জহর রায় ও সরযূ দেবী

'মহাপূজার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ!
শর্মিলা-রাজেশ খান্না-নিরুপা রায়-নবকুমার-ওম প্রকাশ-জীবন মেহেরা

শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'
লাইটহাউস — অপেরা
(১১, ২।, ৫॥, ৮৸) (১১॥, ৩, ৬, ৯)
নাজ — লিবার্টি
(১১॥, ৩, ৬, ৯) (১২, ৩, ৬)
ক্রাউন (৩, ৬, ৯) দর্পণা (২॥, ৫॥, ৮॥)
জেম (১১॥) · উজ্জলা (১২), · দীপ্তি ২॥ ৫॥ ৮॥ চিত্রপুরী (১২ ৩ ৬ ৯) · শৈলশ্রী (২॥, ৫॥, ৮॥) · অতীন্দ্র · পার্কিণী · প্রফুল্ল (রূপায়) · জনতা বিজয়া · কমলেশ · পারিজাত · রূপছায়া শ্রীরামপুর টকীজ · সরস্বতী রূপকথা · প্রামাণিক

সুর্জয় সাহসী মনিবপ্রেমিক ও মহলদারের নিভীক

শ্রীকমলা ফিল্মসের চিত্ররূপ
পরিচালনা দীপক গুপ্ত
সংগীত হেমন্ত মুখার্জী
প্রত্যহ : ৩, ৬, ৯
উত্তরা : পূরবী
উজ্জলা
যোগমায়া ০ শ্রীমা
হাওড়া : ২, ৫, ৮) (খড়দহ : ১, ৪, ৭)

পূজোর দিনগুলো মধুময় করে তুলুন—সপরিবারে আজই দেখুন

জ্যোতি : প্রভাত : খান্না
(২ ৫। ৮॥) (২॥ ৫৮ ৯) (১॥ ৪॥ ৭॥)
রূপালী : পিয়াসী ॥ পরী
(২॥, ৫॥, ৮॥) নবভারত ॥ অশোক
লিলুয়া সিনেমা ॥ লীলা ॥ ভক্টিনী
শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর)
অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) অনুরাধা (দুর্গাপুর)
গোধূলি (আসানসোল) জি. টি. টকীজ (জামসেদপুর) গেইটী (সম্বলপুর) জনতা (পুরী) অশোক (পাটনা)

বীভৎসতার মধ্যেও সৌন্দর্যের আলো

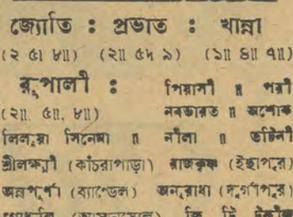

পরিচালনা-উমাপ্রসাদ মৈত্র
সংগীত-শ্যামল মিত্র
নিউ এম্পায়ার — সুরশ্রী
১২, ৩, ৬ ৮॥ ১২, ৩, ৬
নিউ ১॥, ৪॥, ৭। · বনফুল · শংকর
বিধান · মিলনী · ভারতী · মহুয়া
নিউ সিনেমা
মিত্রা — প্রিয়া — পূরবী
১১॥টা ১২টা

কাল ৬টায় বিশ্বরূপায়

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
রচনা—শম্ভু বাগ
মহেঞ্জোদড়ো
নাট্য পরিচালনায়—অমর ঘোষ
শ্রেঃ—শান্তিগোপাল, বর্ণালী।
হলে টিকিট — ৫৫-৩২৬২
পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর পূজা প্রাঙ্গণে
৪ঠা অক্টোবর—লেনিন
৫ই অক্টোবর—আমি সুভাষ

অভূতপূর্ব ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী!!
রাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাজিক কাংকারিয়া নিবেদিত
যাদু সম্রাট
ও. পি. অগ্রবালের ম্যাজিকানা অফ ইণ্ডিয়া
আপনাকে এক স্বপ্নরাজ্যে আচ্ছন্ন করে রাখবে।
৮ই অক্টোবর
থেকে প্রত্যহ
মহাজাতি সদন-এ
বিঃ দ্রঃ—এই জমকালো যাদুপ্রদর্শনী আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

সমাজ-দর্পণের এই নতুন আলেখ্য ছবিটির আনন্দকে সার্থক করবে।
জীতেন্দ্র · মুমতাজ · হেলেন
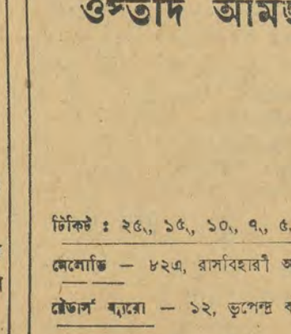

হিন্দ : মেনকা : ছায়া
২॥ ৫৮ ৯ ২॥, ৫॥ ৮॥ ২, ৫, ৮
গ্রেস : গণেশ : ইণ্টালী
১১॥ ২॥ ৫॥, ৮॥ ২৮, ৫৮, ৮॥ ২, ৫।, ৮॥
তসবীরমহল আলোছায়া কমল
২। ৫॥ ৮৮ বঙ্গবাসী
দীপক · নারায়ণী · লক্ষ্মী · রূপশ্রী
অশোক জ্যোতি (চন্দননগর) · আরতি (বর্ধমান) · চিত্রা আসানসোল) · মীরা (বহরমপুর) · বিচিত্রা (মালদহ) · কোনারক (রাউরকেলা) · জনতা (পুরী)
জামশেদপুর টকীজ ও করীম (জামশেদপুর)

সারারাত সরোদ

কলামন্দির / ৯ অক্টোবর / শনিবার
রাত ৯-৩০ — ভোর ৬-৩০
ওস্তাদ আমজাদ আলি খান
তবলা — পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ
ওস্তাদ কেরামৎ খান
টিকিট : ২৫, ১৫, ১০, ৭, ৫, ৩, ২,
মেলোডি — ৮২এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ (৪৬ / ২৪৭৪)
রেডার্স কর্নার — ১২, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ (৫৫ / ৩২০৬)
কলামন্দির হলে/৩০ সেপটেম্বর থেকে/সকাল ১১টা—সন্ধ্যা ৭টা

প্রবঞ্চনা দিয়ে শুরু — প্রেমে পরিণতি!

সংগীত রবীন চ্যাটার্জী • পরিবেশনা মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ
॥ প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তপ্রায় ॥

একাডেমি মঞ্চে ৬ অকটোবর
সন্ধ্যা ছ-টায়
রক্তের অক্ষরে লেখা, মুক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত অসংখ্য প্রাণের সংকল্পে গড়া
লোকনাট্যর
জয় বাংলা
রচনা-পরিচালনা : উৎপল দত্ত
হলে টিকিট : ৭, ৫, ৩, ২,
(ফোন : ৩৩২৫১৭)

শ্রী : প্রাচী
(১২, ৩, ৬, ৯) (২, ৫ ৮)
ইন্দিরা : নবীনা
(৩, ৬ ৮-৩০) (১১, ৩, ৬)
জয়া · ইলোরা · শ্যামশ্রী · অলকা
প্রফুল্ল · শ্রীশ্রী · গৌরী · উদয়ন
নৈহাটী সিনেমা · রমা · কৈরী
গিয়ালী পরিবেশনা

৫ম পরমোপভোগ্য সপ্তাহ
সর্বাঙ্গসুন্দর পারিবারিক চিত্র!
নূতন-অজয় সাহানী-ফরিদা জালাল
আর. আর. এফ. কমাইনস্ (মাদ্রাজ)
লগন
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা : রামান্না
সংগীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
বকি প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টায়
মুক্তি (কামারহাটী) লক্ষ্মী (চিরকুণ্ডা)

বিশ্বকাপ হকি সম্পর্কে অধিনায়ক অজিতপাল সিং

জলন্ধর, ২৯ সেপটেম্বর—আগামী অকটোবরে স্পেনের বার্সেলোনায় বিশ্বকাপ হকি সম্পর্কে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক অজিতপাল সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও তাঁর দল ভাল ফল দেখাবে। তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলটিতে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ের বয়সের গড় ২১, তাঁদের সকলেরই গতি ও দক্ষতা আছে। এদের মধ্যে আবার কয়েকজন পুরোভাগে ও রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আছেন যাঁরা বিশ্বের সেরা হকি খেলোয়াড়।

অবশ্য তিনি স্বীকার করেন শরট করনারের জন্য আমাদের আরো অনুশীলনের প্রয়োজন। সিঙ্গাপুর সফর শেষ করে আসার পর এই বিষয়ে ভারতীয় দলের কিছুটা উন্নতি ঘটেছে।

ভারতীয় হকি দল আগামী ১৫ অকটোবর বিশ্ব কাপ হকির প্রথম খেলায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলবে এবং ১৯ অকটোবরের মধ্যে প্রাথমিক খেলাগুলি শেষ করবে। —ইউ এন আই

আরও দুজনের প্রত্যাখ্যান

জোহানেসবার্গ, ২৯ সেপটেম্বর—দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার গ্রেম পোলক ও এ ডি বারলো বিশ্ব একাদশ দলের অসট্রেলিয়া সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। এ ছাড়া আরও তিনজন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় আমন্ত্রিত হয়েছেন। তার মধ্যে ব্যারি রিচারডসন ও মাইক প্রোকটর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। হিলটন এক্কারম্যান সফরে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী পোলক বলেছেন অসট্রেলিয়ায় নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম তিনি পাঠিয়েছেন : "ব্যবসার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত। আমন্ত্রণ গ্রহণে অপারগতায় দুঃখিত।"

বারলো বলেছেন, "আমি কোনক্রমেই যেতে পারব না।" এর বহু আগেই তিনি ব্যবসায়িক কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার নির্ধারিত অসট্রেলিয়া সফরে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। —রয়টার

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সাকুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
শনিবার ২॥টে ও ৬টায়
হে সময় উত্তাল সময়
রবিবার ২॥টেয়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের নূতন দিগন্তের নিরিখ
সিনেযাত্রা নিবেদিত
সারা আকাশ
বাসু চ্যাটার্জীর
শুধুমাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
লোটাস : মেনকা : গণেশ
(সঃ ১১॥) (১২॥টায়) (১২টায়)

৺ বঙ্কার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

ওরিয়েন্ট : কৃষ্ণা
(১২॥, ৩॥, ৬॥) (১১, ২, ৫। ও ৮॥টা)
কালিকা (১০॥, ২॥, ৮॥) **উত্তরা** (দুপুর ১২টা)
জয়ন্তী, অজন্তা (২, ৫, ৮) ॥ ন্যাশনাল খাতুনমহল ॥ পূর্বাশা ॥ নিউ রয়েল শুকতারা ॥ লীলা ॥ সন্ধ্যা ॥ আনন্দম্ কল্পনা ॥ পিকাডিলী ॥ নবরূপম ॥ শ্রীকৃষ্ণ চলচ্চিত্রম ॥ শ্রীদুর্গা ॥ সুভাষ (আসানসোল) রূপকথা (মালদা) ॥ কো-অপারেটিভ (কোচবিহার) ॥ শ্রীবিষ্ণু (রাঁচী)
বিঃ দ্রঃ—কালিকায় আজ পরিবর্তিত শো

আনন্দের ছবি দেখে দর্শকরা আনন্দে উচ্ছল
আশা পারেখ · জীতেন্দ্র
ক্যারাভ্যান
ইস্টম্যানকালারে
পরিচালনা : নাসির হোসেন
সংগীত : আর ডি বর্মন
দৈনিক অতিরিক্ত প্রদর্শনী :
ম্যাজেস্টিক : মুনলাইট : পার্কশোতে বেলা ১১টা • বসুশ্রীতে বেলা ১০-৩০টা ও পূর্ণশ্রীতে বেলা ১০-১৫টা আলেয়ায় বেলা ১০-৪৫টা
ম্যাজেস্টিক - মুনলাইট
(২-৩০, ৫-৪৫, ৯) (২-৩০, ৫-৪৫, ৯)
বসুশ্রী (২, ৫-৩০, ৮-৪৫) - বীণা (১২, ৩-১৫, ৬-৩০) - পূর্ণশ্রী (২ ৫-১৫, ৮-৩০) - পার্কশো (৩, ৬, ৯) - প্যারামাউন্ট (২-৩০ ৫-৩০, ৮-৩০) - আলেয়া (২,৫,৮) • পূর্ণশ্রী (১২-৩০,৩-৩০ ৬-৩০) পি-সন - শান্তি - নিশান্ত - রাধাশ্রী - বিভা চম্পা - রজনী - রামকৃষ্ণ (১১, ২, ৫, ৮) স্বপ্না - শ্রীকৃষ্ণ (বালি, ১, ৪, ৭) - চিত্রালয় বিচিত্রা - নিউ সিনেমা (আসানসোল) বোম্বে (খড়্গপুর) - বিজয়া (বহরমপুর) লাউন্টব্যাডেন (পোর্টব্লেয়ার) - গ্র্যান্ড (কা

ই আর এ এ নতুন অধ্যায় রচনা করতে যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ ই আর এ এ তাদের ময়দান তাঁবুতে স্পোরটস মেডিসিন কেন্দ্র খুলবেন। এজন্য তাঁরা অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এই কেন্দ্রের সুযোগ শুধু ইস্টার্ন রেলেরই নয়, বাইরের খেলোয়াড়রাও নিতে পারবে।

ই আর এ এ-র সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী মতিলাল ও সহ-সভাপতি কল্যাণকুমার দাস গত সপ্তাহে যখন কথাগুলি বললেন, তখন সত্যিই বিস্ময় বোধ করি। কেন করি, তার কারণ নিম্নোক্তরূপ :

এতাবৎকাল হাতুড়ে পদ্ধতিতেই ভারতে খেলাধুলার বিকাশ ঘটেছে এবং আমরা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, লোভ, স্বার্থ প্রভৃতির দ্বারা আকীর্ণ ভারত ভূখণ্ডের খেলাধুলার মাঝে মাঝে কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় এসে নিজ গুণে স্বদেশের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন, আমরাও হৈ-চৈ করে উঠেছি। তাঁরা বিদায় নিয়েছেন, আমরাও নীরব হয়ে গেছি। এইভাবেই চলে আসছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খেলাধুলার সম্পর্ক ক্ষীণ। যতটুকু আছে, তাতে গৌরববোধ করার মত কিছু নেই। আমরা কৌতূহলবশতও খোঁজ করি না কেন খেলাধুলোয় অন্য দেশের সঙ্গে তাল রাখতে পারি না বা অন্যান্য দেশ কেন এবং কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কিংবা বলা যায়, কেউ কেউ হয়তো খোঁজ রাখেন, কিন্তু মূঢ় দলাদলি, স্বদেশাভিমানের অভাব, মধ্যযুগীয় চিন্তা, বিজ্ঞানবিমুখতা খেলাধুলাকে ভাল না বাসা প্রভৃতির দ্বারা বাধা পেয়ে তাঁরা উদ্যম হারিয়ে ভারতীয় খেলাধুলায় আধুনিকতার প্রবর্তনে অগ্রসর হন না। আরাম কেদারায় বসে সান্ধ্যকাল কথাবার্তা বলতে বলতে এরা সমালোচক হয়ে ওঠেন।

অশিক্ষা ও অপ্রেম, ঔদাসীন্য ও হতাশা, গ্লানি ও লজ্জার মধ্য দিয়ে লালিত ভারতীয় খেলাধুলাকে মর্যাদাবান করতে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা ও কাজের দরকার। পঞ্চাশের দশক থেকে টেকনোলজি ও ফিজিওলজির বিস্ময়কর বিকাশের সাহায্য নিয়ে খেলাধুলার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার একটি উপাদান স্পোরটস মেডিসিন। ভারতে কোন ক্ষেত্রে কোথাও এর প্রয়োগ ঘটেনি। সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে মাত্র। ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন নিজ ব্যয়ে ভারতে প্রথম এর কেন্দ্র খুলবেন স্থির করেছেন, তাই বিস্মিত হয়েছি।

শুধু বাংলার নয়, ভারতের ইস্টার্ন রেলের মত খেলাধুলার এত বড় পৃষ্ঠপোষক আর কোন একক প্রতিষ্ঠান নেই। সার্ভিসেসও নয়। খেলার একুশটি শাখা এঁরা পালন করেন, তার মধ্যে ফুটবল ও বিলিয়ার্ডস বাদে উনিশটিতে এঁরা রাজ্য স্তরে অংশ গ্রহণ করেন। খেলোয়াড়দের এত বড় চাকুরীদাতা পূর্বে ভারতে আর কেউ নেই। খেলাধুলোর এগারোটি বিষয় ই আর এ এ-র প্রশিক্ষণ সূচী ও কোচিং পরিকল্পনার অন্তর্গত। বহু কিশোর ও তরুণকে ইস্টার্ন রেল প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলোয়াড় করেছেন, যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের চাকুরিরা নন।

বাংলার খেলাধুলায় ইস্টার্ন রেলের অবদান যে কী বিপুল সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার রূপরেখা দেওয়া সম্ভব নয়। পঞ্চাশ বছর আগে প্রধানত পি এল রায়ের উদ্যোগে এই রেলের যে ক্রীড়া প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, আজ তা ব্যাপ্তি ও সাফল্যে ভারতের অন্যতম ক্রীড়া-উদ্যোগ হয়ে উঠেছে। পি এল রায়, মোনা দত্ত, সামাদ, বাবা সোম, তারা ভট্টাচার্য, জব্বর, হ্যামনড, কার ভ্রাতৃদ্বয়, কারভে, মোহিনী ব্যানার্জি, সুব্র চক্রবর্তী থেকে শুরু করে হালের প্রদীপ ব্যানার্জি, নিখিল নন্দী, লক্ষ্মীকান্ত দাস, অরুণ দাস, নিরঞ্জন দাস, ভোলা গুই, ভুবনেশ্বর পাণ্ডে, সুজিত সিংহ, বব লাল প্রভৃতি বহুজনের নাম মনে আসছে, যাঁরা বাংলাকে বিভিন্ন খেলায় ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের চারজন 'অর্জুন' হয়েছেন।

অর্ধ-শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা ক্রীড়া ঐতিহ্যে এঁরা নতুন সংযোজন ঘটতে যাচ্ছেন—স্পোরটস মেডিসিন। তাই নয়, চৌরঙ্গী-পারক স্ট্রীটের মোড়ের পুকুরে সাঁতারের আচ্ছাদিত পুল এখনি এঁরা তৈরি করতে চান, যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন। ঠিক তেমনিই, ময়দানে ই আর এ এ তাঁবুর পাশে পতিত জমিতে ভলি, বাসকেট, ব্যাডমিনটন, কবাডির জন্য ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণেও এঁরা প্রস্তুত।

এশীয় অ্যাথলীটরা জারমানী সফর শেষ করলেন

লিভারকুসেন, পশ্চিম জারমানি, ২৮ সেপটেম্বর—এশিয়ান ও পশ্চিম জারমানির দ্বৈত - অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ভারতের এডওয়ারড সিকুইরা ১৫০০ মিটারে বিজয়ী হয়েছেন। বৃষ্টি ভেজা ট্রাকে তাঁর সময় হয় ৩ মিনিট ৪৭.৪ সেঃ। বরমার জিমি ক্র্যামপটন ৩ মিনিট ৫২.২ সেকেনডে দ্বিতীয় হন।

১০০ মিটার দৌড়ে সিংহলের সুনীল গোয়ারধেনে ১০.৮ সেকেনডে প্রথম এবং ভারতের সুচা সিং ১০.৯ সেকেনডে দ্বিতীয় হয়েছেন। মেয়েদের ১০০ মিটারে ইনদোনেশিয়ার কারালিনা রূপসা ১২.১ সেকেনড প্রথম ও সিংহলের কে জি ডাডরা ১২.২ সেকেনডে দ্বিতীয় হয়েছেন।

এই তিনটি বিষয় হবার পর প্রবল বর্ষণে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

আজকের প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গেই এশীয় অ্যাথলীটদের ১০ সপ্তাহব্যাপী পশ্চিম জারমানি সফর সমাপ্ত হয়। আমন্ত্রণে এর ট্রেনিং, অধ্যয়ন ও প্রতিযোগিতাসূচীতে অংশ নিতে এসেছিলেন। আগামীকাল তারা দেশে ফিরবেন।

জিমন্যাসটিকসের প্রয়োজন

নয়াদিল্লি ২৯ সেপটেম্বর—ভারতীয় জিমন্যাসটিক ফেডারেশনের কাছে জিমন্যাসটিক কোচ শ্রীটানডন যে রিপোরট দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে জিমন্যাসটিকসে কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও শিক্ষা পরিকল্পনার পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৯৫২ সাল থেকে ভারত আন্তর্জাতিক জিমন্যাসটিকসে অংশ গ্রহণ করছে। টানডন রিপোরটে বলেছেন ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিমপিকে ভারতীয় জিমন্যাসটদের প্রাপ্ত পয়েনটের গড় যেখানে ছিল ৫·৪ সেখানে সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান প্রতিযোগিতায় গড় হয়েছে ৭·৫ পয়েনট।

শ্রীটানডন সিনিয়র ও জুনিয়র চ্যাম্পিয়নসিপের আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করে বলেছেন প্রতি দু বছর অন্তর সাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ স্পোরটসের উচিত বাধ্যতামূলক সম্মিলিত জিমন্যাসটিকসে কষ্টসাধ্য নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে মহিলা কোচ আনিয়ে মেয়েদের জন্য অন্তত দু বছরের কোচিং ক্যামপ পরিচালনা করা প্রয়োজন।

সাধারণের মধ্যে জিমন্যাসটিকস সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াবার উদ্দেশ্যে আকাশবাণী এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জিমন্যাসটিকসের প্রচারের উপরও কোচ শ্রীটানডন জোর দিয়েছেন।

জিমন্যাসটিকসের উন্নতির ব্যাপারে সরঞ্জামের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রীটানডন সরকারের কাছে বিদেশ থেকে উন্নত মানের সরঞ্জাম আমদানী করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বাসকেট বল ফাইনালে বরডার সিকিউরিটি ও বি ই জি

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর — অল ইনডিয়া ব্যাটলেরিয়ান বাসকেটবল প্রতিযোগিতায় বরডার সিকিউরিটি ফোরস এবং ইঞ্জিনিয়ার বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং গ্রুপ ফাইনালে উঠেছে।

আজ সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের বিজয়ী বরডার সিকিউরিটি ফোরস ১২৫—৮৯ পয়েনটে কলকাতার হিন্দ মোটরস্ দলকে পরাজিত করে। অপর সেমি-ফাইনালে বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং গ্রুপ ৯৫—৫১ পয়েনটে পরাজিত করে আই এন এস ইনডিয়া দলকে।

—ইউ এন আই

রাশিয়ায় ভারতীয় ফুটবল দল

ভারতীয় ফুটবল দল সোভিয়েত রাশিয়া সফরে এ পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে তিনটিতেই হেরেছে। ফলাফল : সোভিয়েত ক্লাব—সিলেকশনের কাছে ০—৫, রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছে ০—২, তিবলিশি ডায়নামোর কাছে ০—২ গোলে।

বিশ্বদলের বদলে ভারত নয়

এডিলেড, ২৯ সেপটেম্বর — বিশ্ব একাদশ ক্রিকেট দলের অসট্রেলিয়া সফর যদি না হয়, তাহলে অসট্রেলিয়া ভারতকে সফরের জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে, এ সংবাদ অসট্রেলীয় ক্রিকেট বোরডের সভাপতি স্যার ডোনালড ব্র্যাডম্যান গতকাল অস্বীকার করেছেন। যদি সন্তোষজনক একটি দল গঠন করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্ব একাদশ দলের সফর পরিত্যক্ত হতে পারে এ খবরটির সত্যতা তিনি অবশ্য সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন, বিশ্ব একাদশ দলের সফর রূপায়িত করার জন্য বোরড সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব একাদশ দলের সফরের জন্য ভারপ্রাপ্ত বোরডের সহঃ সম্পাদক জ্যাক লিডওয়াড বলেছেন, "জীবনে এরূপ নৈরাশ্যজনক কাজের সম্মুখীন আমি কখনো হইনি।" আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে বিশ্ব একাদশ দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। —রয়টার

বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন
দিলীপকুমার মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং
পেণ্টিং কন্ট্রাক্টর
৬/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন : ২৩-৩৮৩১
(৫৪০এ)

মাত্র ১৫৫৲
(বিক্রয়কর অতিরিক্ত)
সীমিত স্টক শীঘ্র আসুন।
রেডিও ডিস্ট্রিবিউটরস
নিউ মার্কেট ঘড়ি ঘরের সম্মুখে
১১/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

৫০ গুলির অটোম্যাটিক
জার্মান মডেল রিভলভার
লাইসেন্স প্রয়োজন নেই
বিনা লাইসেন্সের ৫০ গুলির এই অটোম্যাটিক পিস্তল আপনাকে রক্ষা করবে। চোর ও বন্য প্রাণী থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন ভ্রমণ নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদিতেও দরকারী। অটোম্যাটিক স্প্রিং আওয়াজ চোখ ধাঁধানো আলো। দাম ২২ টাকা। ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩ ৫০ পঃ ১৫০টি গুলি ফ্রি। অতিরিক্ত প্রতি ১০০ গুলি ৩ টাকা। চামড়ার কেস ৫ টাকা।
JAPAN AGENCIES (ABC-22)
Sulekha Building Subhas Road
ALIGARH

— বিজয়ার প্রণাম —
আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া করুণাময়ী মায়ের চরণে কামনা করি সকলের
দীর্ঘ জীবন, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

শোক সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামশেদপুর, ২৯ সেপটেম্বর—টিসকোর ভূতপূর্ব টাউন অ্যাডভাইসর ও বিহার সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীহরপতি কণ্ঠ গত ১৯ সেপটেম্বর পাটনায় পরলোকগমন করেছেন বলে এখানে খবর এসেছে। ত্রিহুত বিভাগের কমিশনারের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রীকণ্ঠ ১৯৬০-৬১ সালে ডাইরেকটর অব টাউন সারভিসেস রূপে টিসকোয় যোগ দেন এবং ১৯৬৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। বিহার সরকারের অধীনে তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশই তিনি জামশেদপুর তথা সিংভূমে অতিবাহিত করেন। তিনি কিছুকাল সিংভূমের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং অফিসার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও নাতি-নাতনী বর্তমান।

শারদ সাহিত্য

স্বদেশ : সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক। দাম তিন টাকা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, শওকত ওসমান প্রমুখের লেখায় মূল্যবান এই শারদীয়া সংকলনটি অন্যান্যবারের মত এবারও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ঝড়জল : শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১০ ইব্রাহিমপুর রোড কলকাতা—৩২। দাম এক টাকা। শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রক্ত স্বাক্ষর : নির্মল আচার্য সম্পাদিত। ১৬ ধীরেন ধর সরণি, কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

কিশলয়-এর মেলা : নিখিলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত। কিশলয় সব পেয়েছির আসর। নব বারাকপুর। দাম এক টাকা।

বর্ধমানের বার্তা : সম্পাদক—সরল সেন। ৪৯ বি সি রোড, বর্ধমান থেকে প্রকাশিত। গল্প, প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা সবই স্থান পেয়েছে। ছোটদের বিভাগও রয়েছে। নিবন্ধগুলি সুনির্বাচিত।

বুধবার জন্মাই প্রতিমা নিরঞ্জন

১ম পৃষ্ঠার পর

তো পারছেন বাড়ির পুজো। শাস্ত্র মেনে চলতেই হবে।' ভদ্রলোক পলিথিন দিয়ে মায়ের প্রতিমা ঢেকে এনেছেন। কিন্তু বৃষ্টি তাতেও শোনেনি। গঙ্গাবক্ষে বিসর্জনের আগেই মায়ের মূর্তি মাটিতে ধসে পড়ে। আবার কেউ, লরির উপরে ছাতায় ঢেকে মাকে এনেছেন। সামনে হ্যাজাকের আলো। কেউ এনেছেন হ্যারিকেন সারি। মাঝে মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। একজন উদ্যোক্তা জানালেন, 'আমাদের ইচ্ছে ছিল শুক্রবারই মাকে বিসর্জন দেব। কিন্তু বৃষ্টিতে মাটির মূর্তি নরম হয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। সেই আশংকায় আজই আমরা নিয়ে এসেছি।'

এদিন বেহালা নতুন পাড়ায় প্রতিমা মণ্ডপ চাপা পড়ে। ছিন্নভিন্ন মূর্তি বার করে কাছের পুকুরেই বিসর্জন দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর লনচ-রে করে শীতলেক লোকের একটি ট্রিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। আউটরামঘাট থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত। সন্ধ্যে সাতটায় সময় অনেকেই ওই লনচ-রে ভ্রমণের জন্য আউটরামঘাটে হাজির হন। পর্যটন দফতরের পক্ষে শ্রীমতী পুতুল বসু জানান, সাইক্লোনের দরুন আমাদের ওই ট্রিপ আজ বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী পয়লা অকটোবর শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত সময়ে আউটরাম ঘাট রোড থেকে এই ট্রিপের ব্যবস্থা হবে।

গঙ্গার ধরে এবার সে মেলা বসেনি। মাইকে 'নিখোঁজের সন্ধান চাই' বলে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়নি, পুলিশও টহল দিতে দেখা যায়নি। কিন্তু বাদল-অন্ধকারে নিস্তব্ধ গঙ্গার ধার থেকে ফিরে আসবার সময় ঢাকের বাদ্যির মৃদু শব্দ এই দুর্যোগের রাত্রিও মনটাকে যেন কেমন করে তুলছিল।

পুজোর আনন্দ মাটি

কুকসিন্ধ পঞ্জিকা মতে বুধবার ছিল নবমী আর অন্যান্য পঞ্জিকা মতে বিজয়া দশমী। তবে কলকাতা এবং শহরতলির বেশির ভাগ সর্বজনীন পুজোই মঙ্গলবার নবমীর তিথি পালন করে। তাদের কাছে বুধবার ছিল বিসর্জনের দিন। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুজোর শেষ আনন্দটুকু মাটি করে দেয়। অনেক প্রতিমাই মণ্ডপবন্দী হয়ে থাকে। বিসর্জনের বাজনা বাজে না। শহরের বিভিন্ন স্থানে সব মিলিয়ে কম বেশি দেড় শত পুজামণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বুধবার বেলেঘাটা, বাগবাজার রামকৃষ্ণ সারদা মঠ প্রভৃতি স্থানের পুজোয় নবমী তিথি পালন করা হয়। ওখানে বৃহস্পতিবার বিজয়া।

গত তিন দিন আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল, কিন্তু মঙ্গলবার শেষ রাত থেকে হঠাৎ আকাশের মেজাজ পালটাতে থাকে। বুধবার সকাল থেকেই সে মেজাজ সপ্তমে চড়ে। বৃষ্টিতে আর দমকা হাওয়ায় অতিষ্ঠ নাগরিক জীবন, আর বিপর্যস্ত পুজামণ্ডপগুলি গজভুক্তকপিত্থবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। শহর এবং শহরতলির সব পুজামণ্ডপই প্রায় অল্পাধিকস্তর ক্ষতিগ্রস্ত। বড় মণ্ডপ, বড় তোরণের ওপরই ঝড়ের ঝাপটা পড়েছে বেশি। রাস্তার ওপর বড় বড় তোরণগুলি কোথাও ভেঙে পড়েছে, কোথাও হেলে গিয়েছে। মঙ্গলবার যে শহর ছিল আলোয় ঝলমল প্রাণচঞ্চল বুধবার সন্ধ্যায় একই সময় সেই শহরেরই সব রোশনাই নিভে গিয়ে নিষ্প্রাণ নিস্তেজ। যে কয়টি প্রতিমার বিসর্জন হয়, সেক্ষেত্রেও বিসর্জনের সেই আকুল-করা দৃশ্য চোখে পড়ে না। বৃষ্টি সব মাটি করে দেয়।

মঙ্গলবার শেষ রাত্রে

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। ফলে দর্শনার্থীদের উৎসাহে সাময়িক একটা ছেদ কিন্তু তারপর আবার জনতার ঢেউ। মাঝরাতেও দেখেছি কলকাতার নামকরা পুজামণ্ডপগুলিতে ভিড়ের চাপ খুবই। পারক সারকাস ময়দানের সামনে রাত সাড়ে তিনটের সময়ও দেখি বেশ ছোটখাট একটা জ্যাম। জ্যামের জট ছাড়তে ছাড়তেই বৃষ্টি এসে গেল। একটা আস্তানা খুঁজে পৌঁছবার আগেই কাকভেজা। সেই থেকেই বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নাগাড়ে বৃষ্টি। ভবানীপুর সংঘমিত্রার মণ্ডপে ভিড়ই সবথেকে বেশি ছিল। এই দু'বছরই তাঁরা প্রতিমায় নতুনত্ব দেখালেন। এবার সর্বত্র আলোর জাঁকজমকই ছিল বেশি। ক'দিনের জন্য কলকাতা আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছিল। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল।

আজ রবীন্দ্র কাননের প্রতিমা বিসর্জন

রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট পরিচালিত রবীন্দ্র কানন সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল সরকার জানাচ্ছেন, দুর্যোগের জন্য বুধবার তাঁদের প্রতিমার বিজয়া হয়নি; আজ সন্ধ্যা ৭টায় বিসর্জন শোভাযাত্রা বেরোবে।

বেকার যুবকদের স্টল

এবার পুজো উপলক্ষে কোন কোন পল্লীতে বেকার যুবকরা ছোট ছোট স্টল সাজিয়ে নানা প্রকার জিনিষপত্র বিক্রি করে। জামার কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী চিনেমাটির বাসনকোসন থেকে শুরু করে গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য ব্যবহার্য নানা জিনিসের স্টল। কোন জায়গায় বা চোখে পড়েছে খাবারের দোকান, চা, কফি, সিঙ্গারা, চপ কাটলেট। ছেলেরা নিজেরাই এসব তৈরি করে বিক্রি করে।

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এ দৃশ্য চোখে পড়েছে। তবে কোন কোন জায়গায় ক্রেতা যা পুজা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাইকে দেশি বিদেশী বাজনার রেকরড ও হিন্দি বাংলা গান চলে। অনেকের কাছেই অবিরাম মাইকের আওয়াজ পীড়াদায়ক হলেও পল্লীর বেকার যুবকদের প্রতি সহানুভূতিবশত এসব কিছু তাঁরা সয়ে যান। মাইকের বাড়াবাড়ি ও সে সংগে টুইসট নাচের আতিশয্য না হলে নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা যে সাধু অনেকেই সেকথা স্বীকার করবেন।

বিজয়া দশমীর দিন (অন্য পঞ্জিকা মতে) পুজা মণ্ডপে সিঁদুর খেলা। —নিজস্ব-চিত্র

পাক প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর — পাকিস্তান হাইকমিশন ভারত সরকারের নিকট এক তীব্র অভিযোগ করে বলেছেন, পাকিস্তানের চারজন সরকারী কর্মচারী (পূর্ববঙ্গের) ও তাঁদের পরিবারবর্গকে যখন গতকাল পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসা হচ্ছিল সেই সময় তাঁরা নাটকীয়ভাবে পলায়ন করেছেন।

পাক হাইকমিশন ভারতের বহির্বিষয়ক দফতরে এই নোট পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, হাই কমিশনের কর্মচারীদের সম্পর্কে যে আচরণবিধি আছে, এতে তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। —ইউ এন আই

কুচকাওয়াজ বাতিল সম্পর্কে পিকিং নীরব

টোকিও, ২৯ সেপটেম্বর—চীনের জাতীয় দিবসের প্রাক্কালে রাজধানী পিকিং ও অন্যান্য বড় শহর উৎসব সাজে সেজেছে। এতে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও চীন তার সনাতনী রীতি অনুযায়ীই এ খবর আজ জানিয়েছে।

নিউ চায়না নিউজ এজেনসি এ বছরে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ বাতিল করা সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। এজেনসির খবরে শুধু বলা হয়েছে পিকিং ও তার আশপাশের এলাকায় এখন দারুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সবত্রফই আনন্দমুখর পরিবেশ।

তিয়েন মিন গেটের কেন্দ্রস্থলে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর এক বিরাট রঙীন প্রতিকৃতি ঝোলানো হয়েছে।

—এ পি

ঢাকায় ব্রিটিশ পারলামেনটের প্রতিনিধিদল

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপটেম্বর—ব্রিটিশ পার্লামেনটের দুইজন সদস্য যুক্ত প্রতিনিধি দল পূর্ববঙ্গের অবস্থা সমীক্ষার জন্য আজ ঢাকায় পৌঁছচ্ছেন।

রেডিও পাকিস্তান তাঁদের পৌঁছাবার সংবাদ দিয়ে বলেন, প্রতিনিধিরা দুইদিন পূর্ববঙ্গে থাকবেন। সদস্য দুইজনের নাম শ্রীফ্রেডারিক বেনেট (রক্ষণশীল দল) ও শ্রী টি ম্যাকমিলান (শ্রমিক দল)। —ইউ এন আই

দমকল হিমশিম

স্টাফ রিপোরটার

দমকল বাহিনীকে হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে বুধবারের ঝড়।

রাত একটা নাগাদ দমকলের একজন মুখপাত্র বলেন, সারাদিন ধরে ছোটাছুটি চলছে, এ আমাদের বছরের ব্যস্ততম দিন। এখন পর্যন্ত অন্ততঃ ৮০টি জায়গায় দুর্ঘটনা সামলাতে ছুটতে হয়েছে, আরও ডাক আসছে। কোথাও প্যানডেলে আগুন, কোথাও প্যানডেল পড়ে যাওয়া, আবার ইলেকট্রিক তার ছিড়ে পড়া, গাছ উপড়ে পড়া এবং বলতে বলতেই থামলেন, আবার বললেন—এইতো ট্রামে আগুন—রাজাবাজারে ছুটতে হচ্ছে।

শরণার্থী ছদ্মবেশী পাক ঘাতকের হাতে আওয়ামীলীগ কর্মীখুন

শিকারপুর (নদীয়া), ২৯ সেপটেম্বর—প্রাণভয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারত রাষ্ট্রে পালিয়ে এসেও রেহাই পেলেন না কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মশালের' সম্পাদক ও গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ২৬ বৎসর বয়স্ক মহঃ গোলাম রহমান। গত ১১-৯-৭১ রাত্রি ৯টায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত শরণার্থী ছদ্মবেশী মুসলিম লীগের গুপ্তচর দল।

প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রে গুপ্তচরদল মহঃ গোলামকে জরুরী কাজের নাম করে বাড়ী থেকে ফাঁকি দিয়ে ডেকে মাথাভাঙ্গা নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় এবং চোট দুটো উপড়িয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পরেরদিন বেলা ১০টা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ নদীতে ভাসতে দেখে তাঁরই দুজন আত্মীয় আমজাদ ও সামসুল বাড়ীতে নিয়ে আসে। এই হত্যার সংগে জড়িত সন্দেহে সীমান্ত শিবিরের এস আই মহঃ আবদুল লতিফ সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন বলে জানা যায়। এই হত্যার ফলে স্থানীয় শরণার্থী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ২৫ জন গুপ্তচর ঐ দলে ছিল বলে মহঃ গোলামের বাবা মহঃ আতাহার আলি অনুমান করেন।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ

পাথুরিঘাটার মন্মথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের একবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, সমাবর্তন উৎসব ও অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর বলেন জগতে এমন কোন শিল্প নেই যা এককভাবে কোন এক বিশেষ শিল্পীর সৃষ্টি। বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পর অবনীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ শিল্পের সৃষ্টি করেন এবং সারা ভারতে তার প্রচার করেন। সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, ছোটদের কাছে যদি ভালো জিনিস পৌঁছে দিত পারি, তবেই আমরা সার্থক। শিল্প তো জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি শিশুকে শোভন ও সুন্দর করে তোলাও তো শিল্প। তার মনের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটানোও তো শিল্প। চারিদিকের হীনতা ও দৈন্যের মধ্যেও আমাদের আশাবাদী ও আন্তরিক হতে হবে।

পরিষদের বার্ষিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীরা গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। কুমারী হিমিকা দাশগুপ্ত এ বছর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কার লাভ করে। এই উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা সম্বলিত একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোতে আগুন

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার রাত বারটা কুড়ি মিনিটে রাজাবাজার ট্রামডিপোতে হঠাৎ আগুন লাগে। দমকল পৌঁছানোর আগেই একটি ট্রাম পুড়ে ছা। ডিপোতে তখন সারি সারি ট্রাম। অন্য দুটি ট্রামেও আগুন ছড়ায়। রাত একটার খবর দমকল আগুন আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আগুন লাগার কারণ এ পর্যন্ত জনা যায়নি।

গাছ ভেঙে একজন আহত

স্টাফ রিপোরটার

বুধবারের ঝড়ের ঝাপটায় লাউডন স্ট্রীটে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বাড়ির একটি টিনের চালায় এক প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়ায় এক ব্যক্তি আহত হন।

আহত ব্যক্তির নাম শ্রীদীননাথ মাহাতো, বয়স ৫৫। প্রকাশ, তিনিও পুলিশ বিভাগের কর্মী। তিনি ঘরের মধ্যে ছিলেন। ঝড়ে উপড়ানো গাছটি টিনের চালা ভেঙে শ্রী মাহাতোকে চাপা দেয়। তাঁকে পুলিশ হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

তারাশংকরের স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস

ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের পক্ষ থেকে বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীবিনয় সরকার জানিয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের সহঃ সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কথাশিল্পী তারাশংকরের প্রয়াণে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা ও স্মৃতি-সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে কী কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় এবং কীভাবে তা রূপায়িত করা যায়, তা নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে। যোগাযোগের ঠিকানা : ১/এ কলেজ রো, কলকাতা—৯।

কারডিনাল মিসজেনৎসির প্রতি অনুকম্পা

বুদাপেসট, ২৯ সেপটেম্বর—এখানকার মার্কিন দূতাবাসে পনের বছর আশ্রয়প্রার্থীরূপে জীবন কাটাবার পর হাঙ্গারীর প্রাইমেট কারডিনাল মিসজেনৎসি ভ্যাটিকানের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। হাঙ্গারিয়ান সরকার গতকাল তাঁর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে কি না, সরকারী ঘোষণায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

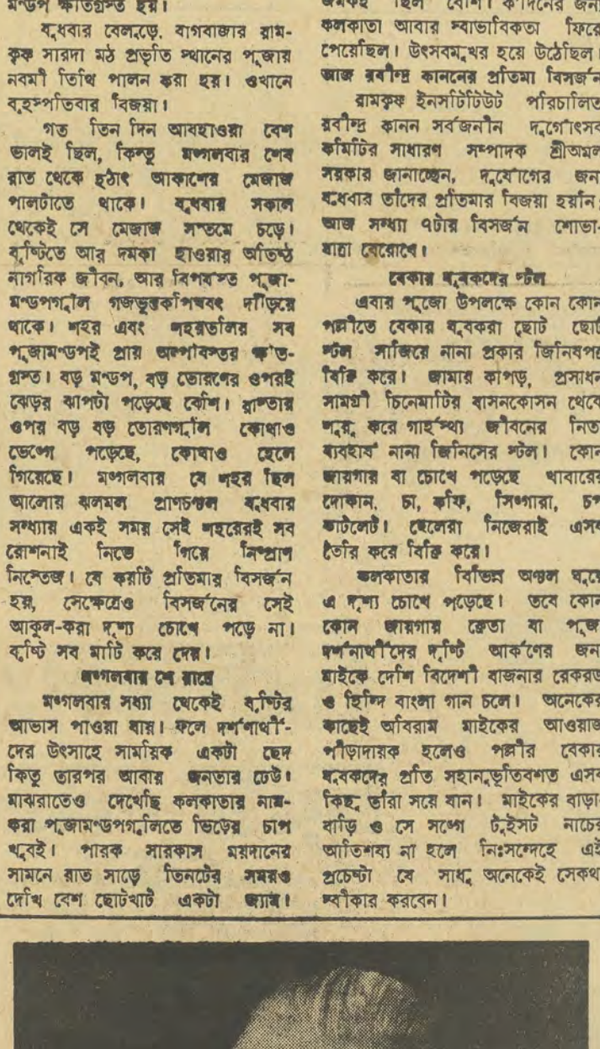

ইন্দোনেশিয়ার ডঃ আদম মালিক রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনের উদ্বোধনে ভাষণ দিচ্ছেন। বামে সেকরেটারি জেনারেল উ থানটকে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সকল গ্রাহকবৃন্দ, পৃষ্ঠপোষকগণ, শুভানুধ্যায়ী ও পূজনীয়দের জানাই আমাদের শুভ 'বিজয়ার অভিনন্দন, প্রীতি-ভালবাসা, নমস্কার ও প্রণাম।

"মুখরোচক"

১৬৬/২ এন, এস, সি, বসু রোড্ । টালীগঞ্জ, কলিঃ-৪০
ফোনঃ—৪৬-৩৯১৫

(সি ১৮৬০)

'বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিত প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই এবং তাঁদের সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করি।

স্যানিটারী এণ্ড প্লাম্বিং স্টোর্স প্রাঃ লিমিটেড

১৩৮ ও ১৪৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলি-২৬

KENT'S REPERTORY • KENT'S REPERTORY • KENT'S REPERTORY

'বিজয়ার
প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন

শেঠ দে এণ্ড কং

অরিজিন্যাল হোমিও ফার্মেসী
সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমদানীকারক এবং হোমিওপ্যাথিক পুস্তক প্রকাশক।
৪০এ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—১ ফোন : ২২-১৭৫৭

KENT'S REPERTORY • KENT'S REPERTORY • KENT'S REPERTORY

'বিজয়া

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক সকলকে জানাই 'বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন

সর্বভারতীয় তাঁতবস্ত্রের পাইকারী ব্যবসায়ী

ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডলুম টেক্সটাইলস্

২০৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা—৭
ফোন : অফিস — ৩৩-৩৫১১, রেসিঃ — ৪৬-০২১১

শুভ 'বিজয়ার পুণ্যলগ্নে

দেশবাসীর প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

জাতির সেবায় নিয়োজিত

ন্যাশনাল হোমিও লেবরেটরী

ভারতের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও প্রকাশক।
১১০নং আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪
৪৭সি, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫

(৪২৬এ)

আমাদের গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও সকলের প্রতি

শুভ 'বিজয়ার অভিনন্দন জানাই

হিন্দ স্টীল কর্পোরেশন

টুল ও অ্যালয় স্টীলের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান
৩৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১
ফোন : ২২-২৭৫৯ ও ২২-০০২৮

(৪৫৩এ)

'বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই
"স্বামিজী ইনডস্ট্রীজ"

সিল্কার বডি লুপ হুইল, ফাইন গ্রেজের হোসিয়ারী সিলিণ্ডার এবং হোসিয়ারী প্রেস মেশিন প্রস্তুতকারক।
"আমাদের বৈশিষ্ট্য"
* উৎকৃষ্ট বৈদেশিক ইস্পাত হইতে প্রতিটি ক্যাম প্রস্তুত করিয়া থাকি।
* শ্রেষ্ঠতর কার্যকারিতা।
* নিপুণ কর্ম সম্পাদন।
* বিশেষ ধরনের অটোমেটিক বিদেশী মিলিং মেশিন দ্বারা উৎকৃষ্ট সিলিণ্ডার প্রস্তুত করিয়া থাকি।
* এক বৎসরের গ্যারাণ্টি।
রেজিঃ অফিস ও কারখানা :
১৩৮, আনন্দ পালিত রোড কলিকাতা ১৪ ফোন নং ২৪-০১২৪
সেলস অরগানাইজার
শ্রীসুরজমল আগরওয়াল, ৬নং পিয়ারীমোহন পাল লেন, কলিকাতা-৭
দক্ষিণ ভারতের এজেণ্ট—
আইডিয়াল এজেন্সিস
৩৭জি মিউনিসিপ্যাল অফিস স্ট্রীট, নিউপুরে—৪

(সি ১৪৫০)

শুভ বিজয়ায়
আমাদের গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

লর্ডের
লজেন্স ও টফি

জেমস লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

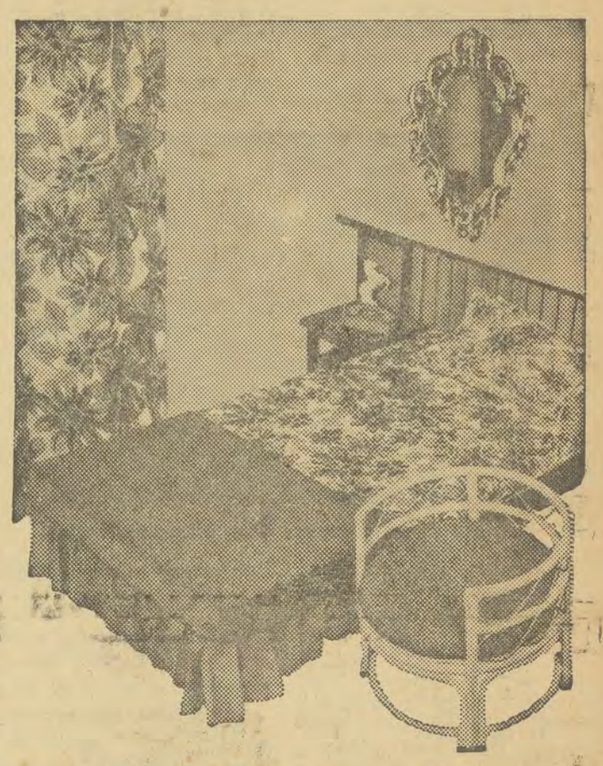

আমরা আবরণ দিয়ে সবই সাজিয়ে দিই...

এমনকি আপনাকেও

চেয়ার হোক কিম্বা সোফা অথবা দেওয়াল – সবই আমরা ঢেকে দিই ঝলমলে কাপড়ে, বিচিত্র ডিজাইনে আর ফুলের আবরণে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রঙের শোভা, ফুলের হাসি—রাশি রাশি। সবকিছুর জন্যেই মুগ্ধকর আবরণ—আচ্ছাদন। আপনার জন্যেও আছে নরম পুরু তোয়ালে—নিবিড় আলিঙ্গনে মুছে দেবে সঙ্কোপনে।
হ্যাঁ, বোম্বে ডাইং আবরণ দিয়ে সবকিছুই ক'রে তোলে—শালীন, শোভন।
পুনশ্চ : আপনার ঘর সাজাবার জন্যে আমাদের একটি অভিনব পরিকল্পনা—মানানসই পরদা-তোয়ালে - বিছানার চাদরের রকমারি সেট। কেমন, আপনার পছন্দ হচ্ছে তো?

বোম্বে ডাইং

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসামের ডিস্ট্রিবিউটর :
হনুতমল রাউতমল (টি) অ্যাণ্ড কোং, ১২ নুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা—৭
কোম্পানীর নিজস্ব খুচরা দোকান : দি বারগেন কাউণ্টার, বম্বে ডাইং অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, ১৩এ রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা। নিজস্ব স্টকিস্ট : নবীন, ২১ হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা—২৫। মেঘদূত, ৫এ কালাকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। সীমা, ১০৭ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৬; ফেলপস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১; বিশ্মূর্তি, ১২, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩; রাধিকা, নয়া সড়ক কটক; শোভাবন, গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী; আনন্দ, স্টেশন রোড, ডিব্রুগড়; আনন্দ, স্টেশন রোড, পোঃ অঃ তিনসুকিয়া; প্রিয়া, ৮নং অন্নপূর্ণা মার্কেট, বহরমপুর-১; লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষেত্রীদাস, মেন রোড, রাউরকেলা; সোনালী, ৫নং সেকটর, ২০নং দোকান, রাউরকেলা; নীলকমল, সেবক রোড, পোঃ অঃ শিলিগুড়ি, বিহারের ডিস্ট্রিবিউটর : কোচার টেক্সটাইলস, একজিবিশন রোড, পাটনা-১। টেলিফোনঃ ২১৫৬৪। নিজস্ব স্টকিস্ট : কল্পনা, একজিবিশন রোড, পাটনা-১; স্টাইল অ্যাণ্ড ফ্যাশন, বড়বাজার, ব্যারাভাঙ্গা; রাজশ্রী, আপার বাজার রাঁচি; অম্বর, কল্যাণী, মুজঃফরপুর; কমলা প্রসাদ জগলপাল, ঝরিয়া; সোনা এজেন্সিজ, ৩০, সিভিক সেণ্টার, ভিলাই; বাঁণা, ডি এন সিং রোড, ভাগলপুর; শাঁলা, ঘানী মার্কেট, গয়া।

আতস কাঁচের নীচে ফেলে এই ব্রিসল ডগাগুলো তুলনা করুন

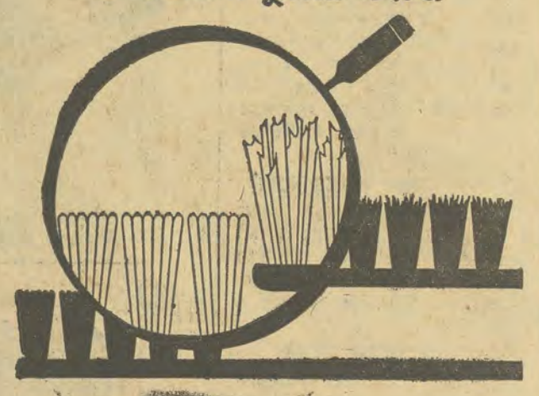

বিনাকা টুথব্রাশ
নিরাপদ 'গোল করে ছাঁটা এর ব্রিসল এর ডগাগুলো' দাঁতের মাড়ি চিরতে পারেনা
REG. PAT. NO. 94400
টুথব্রাশ মে দাঁত মাজা ছাড়াও অনেক বেশী কিছু তার প্রমাণ বিনাকা।

© I B A Cosmetics

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০,পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

'অন্ধ বিহঙ্গ' এবং অন্যান্য অভিনয়

'অন্ধ বিহঙ্গ' অভিনীত হ'ল শুক্রবার সন্ধ্যায় রঙমহলে। উদ্যোক্তা **মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একসরে (ডায়গনস্টিক) রিক্রিয়েশন ক্লাব।** দুর্বল-গ্রন্থিত পাণ্ডুলিপি নির্ভর এই নাটকে আমরা অতি-নাটকীয়তার সঙ্গে পরিবেশিত দৃশ্য দেখলাম—না, পতিতা বোনের ঘরে মদ্যপ বঞ্চিত ভাইয়ের প্রবেশ নয়—আরও আগে—লম্পট ধনী পিতার সুসজ্জিত গৃহে সুন্দরী কল-গার্ল হিসেবে আত্মজার প্রবেশ! কিন্তু সবার উপরে সুসজ্জিত হোটেলের নগ্ন সন্ধ্যায় উগ্র ক্যাবারে নাচ। এক সুন্দরীর সর্বাঙ্গীন নাচ—সঙ্গে গাধার টুপি পরা জোকারের কণ্ঠে হিট ছবির প্যারোডি। কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল বাংলা নাটক দেখতে গিয়ে কোন ভুল ঠিকানায় ঢুকে পড়িনি তো!

মূল নাটকের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক সন্দেহজনক এমনি কিছু চরিত্রকে রঙ্গ-মঞ্চে অসহায় প্রবেশ প্রস্থান করতে দেখা গেল। বস্তি মাসীর ভূমিকায় (প্রতিমা গাঙ্গুলী) একটি চরিত্র চায়ের দোকানের এক ক্ষণিক দৃশ্যে এলেন। স্মরনিকায় জানা গেল তাঁর স্বামী তাঁকে না ভালবাসলেও কুড়িটি সন্তান তার! ভাল কথা। এই ছেলেদের নাম প্রসঙ্গে তিনি দু'জনের নামও বলেছেন, ল্যাংচা আর ছোনে। কিন্তু নাটকে ল্যাংচা আর ছোনে একই দলের দুই গুন্ডা। ছোনের সংলাপে সে গুরু ল্যাংচার পো। তবে কি তার ই সহোদর ভাই!

স্মরণিকায় আরো যে চরিত্রের তালিকা পেলাম তার কোনটিই নাটকে পেলাম না।

অবশিষ্ট আরেক চরিত্র বন্দনা (কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়) মোটামুটি মন্দ নয়। কিন্তু বার দুই তার গলা টিপে ধরা হয়েছে বলে তিনিও মারাত্মক চিৎকারের আশ্রয় নিয়েছেন সর্বত্র। কিন্তু অভিনয়ের নামে এই চিৎকার অসহ্য মনে হল। অনবরত পোশাক (আশ্চর্য! কেবল শাড়ি বদল—ব্লাউজ নয়) বদলে অভিনেত্রীকে মনে হল অভিনয়ের চেয়ে তিনি পোশাককেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বোধহয়।

সামগ্রিকভাবে গোটা নাটকটিই কতকগুলো ঘিঞ্চিছন্ন চরিত্রের ও অর্থহীন ঘটনা সংগঠনের বিচিত্র 'গোঁজামিলন।' তাই ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই পাণ্ডু-লিপি নাটকে পৃথকভাবে অভিনেতাদের কৃতিত্ব সন্ধান করতে যাওয়াটাও শ্রমসাধ্য অপপ্রয়াস। শ্রীচক্রবর্তীর চায়ের দোকানে বয়ের ভূমিকায় অভিনয়ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তবে তাঁর গলায় পল্লীগীতির টুকরোটি দরদী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন হৈ চৈ বসাক (নামটি কি স্যোপাজ্ঞত!)

মার্টিন বার্ণ ই ই ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠানে এর শিল্পীরা 'বৈকুণ্ঠের উইল' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারে। ক্ষেত্রনাথ মুখার্জি, শক্তি রায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, সোমনাথ রায় চৌধুরী, অশোক দে ওমমতা ব্যানার্জি এর কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন। নাট্য নির্দে-শনা বিমল গুহের।

রূপায়োপের দুটি একাঙ্ক 'আমিন' ও 'দিনপঞ্জী' টৌলগ্রাফ ইনসটিটিউট হলে মঞ্চস্থ হল সম্প্রতি। বিশিষ্ট ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন তপন চক্রবর্তী, বিমান ঘোষ, কাশীনাথ বিশ্বাস, বিচিত্র রায়, দিলীপ দত্ত, কমল দাস, সি কে জানা, কুমারী রিঙ্কু দাশবর্মণ ও রবীন দাসবর্মন, দ্বিতীয় নাটক 'আমিনে' পরিচালক শ্রীরবীন দাসবর্মণ বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। নাটক দুটির রচয়িতা শ্রীমুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়।

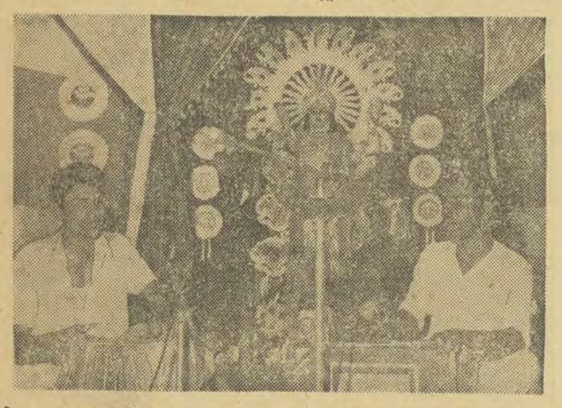

বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে সংগীতানুষ্ঠান।

আনন্দলোক

আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান

বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে আনন্দ-বাজার পত্রিকা কার্যালয়ে এক বিচিত্রানু-ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শিল্পীদলে ছিলেন লালমোহন মান্না, অমরপ্রসাদ চ্যাটারজি, বৈদ্যনাথ মান্না, রথীন নাথ, সবিতা দাস, শ্যামল দাস, মঞ্জু দাস, জহর ভট্টাচার্য, মীরা নন্দী, অজয় দাস, চন্দনা গাঙ্গুলী, বলাই অধিকারী, মণীন্দ্র ঘোষাল, বিশ্বনাথ বর্মণ, লালটু ব্যানারজি ও দীপা চ্যাটারজি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নবকুমার দাস ও অমর চ্যাটারজি।

সীমাবদ্ধ

(চিত্রাঞ্জলি)

ঝক্‌ঝকে, ছিমছাম, সুনির্মিত। এবং রীতিমত উপভোগ্য। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "সীমাবদ্ধ" সম্পর্কে ওই সব বিশেষণ প্রযোজ্য।

দৃশ্য, শ্রাব্য এবং গতিছন্দের সুষম সমন্বয় ঘটিয়ে গৃহীত কাহিনীকে ছবির পরদায় সত্যজিৎবাবু সুন্দর সাজিয়ে তোলেন। নিজস্ব স্টাইলে। এখানেও তা দেখা যাবে। আঙ্গিক-চাতুর্য, বলা যায়, পরিণত। বিশেষ করে লক্ষণীয় পরিবেশ-গঠনের চমৎকারিত্ব, যেক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। বিশ্বাস্য পটভূমিতে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে প্রায়শ লভ্য খুচ্‌রোদীপ্ত সরসতা, একটা মনোহর মেজাজ। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপের সুর কখনও বা। "সীমাবদ্ধ"তে তার অজস্র দৃষ্টান্ত। শুধু গন্ডগোল লাগে যখন দেখি, তিনি দুই-একটি চরিত্রের গভীর কোনও বেদনা বা যন্ত্রণার কথাও বোঝাতে চাইছেন। এক্ষেত্রে তাকে সত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা হয়।

শঙ্কর-বর্ণিত হিন্দুস্থান পিটারস লিমিটেড কোমপানির কলকাতার হেড অফিস টকে ছবির পরদায় দৃশ্যে দৃশ্যে পড়ে নেওয়া যায়। ওই অফিসের অধুনা-সেলস ম্যানেজার শ্যামলেন্দুর (যে নায়ক; যার জবানিতে সত্যজিৎবাবু তাঁর চিহ্ননাট্য শুরু করেছেন, গানের আলাপের মত) প্রাত্যহিক রুটিনকে সেই সঙ্গে সুকৌশলে বিন্যস্ত। শ্যামলেন্দুর অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন যেন কিছু নির্ভুল আচারের সমষ্টি। গলফ, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, নিয়ম-মাফিক সৌজন্য-বিনিময় (সমপর্যায়ের অন্য এক জাকউটভের সঙ্গে রেষারেষির ভাবও আছে, যা উহ্য), মাঝে মাঝে পার্টি, পরিমিত মদ্যপান, সপ্তাহান্তে রেসের মাঠ ইত্যাদি। শ্যামলেন্দুর চাল-চলন লক্ষ্য করতে করতে আমরা এই উচ্চবিত্ত সমাজের, তথা "বিলাতী" ফারমের একজিকিউটিভদের অতি-সচ্ছল জীবনযাত্রার একটা ছবি পেয়ে যাই। বিলাসী, সুখী জীবন? তাই; অন্তঃসারহীন, মৌকিও বটে। এবং সব-কিছুই যেখানে মাপা। যেন রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ।

যেমন, ধরা যাক, দোলনচাঁপা—শ্যামলেন্দুর সুখী স্ত্রী। একমাত্র ছেলের (যে দারজিলিঙের আবাসিক ইংরাজী স্কুলে পড়ে) চিঠিও ওকে ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক করে দেয় না। শ্যামলেন্দুকে অবশ্য মুহূর্তের জন্য দেয়। সে-ও কিন্তু হিন্দুস্থান পিটারস কোমপানির একজিকিউটিভের এই কৃত্রিম, প্রায়-উত্তেজনাহীন, সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতি অঙ্গের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হয়ে আছে, অভ্যস্তও। নিস্পৃহ সংসারের আচার-ব্যবহার-সংস্কার থেকে কবেই যেন ওরা মুক্ত। কিন্তু একটা কিছু লক্ষ্য থাকবে তো! তা আছে। সেটা উন্নতি, আরও উন্নতি। সেলস ম্যানেজার থেকে ডিরেকটর-পদে উন্নীত হবার বাসনা। ওকে বাঁচিয়ে রাখছে অ্যামবিশন।

এই পর্যন্ত বেশ। যেভাবে তার পদোন্নতি ঘটল সেই গল্পাংশ কতখানি বিশ্বাস্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কোমপানির সে-সংকটের সঙ্গে শ্যাম-লেন্দুর ভবিষ্যৎ জড়িত তার উপস্থাপনা অবশ্যই নিপুণ এবং সে-বিষয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু সমাধানের অংশ: আজকের দিনে (ছবিতে সম-সময়ের উল্লেখ স্পষ্ট) শ্রমিকদের কি অত সহজেই বোকা বানানো যায়? জিনিসটা সাজানো এবং অতি-সরলীকৃত। অস্বস্তি-কর লাগে পদোন্নতির পর শ্যামলেন্দুর মনোযন্ত্রণা—আর যেভাবে তা প্রকাশ করা হল। আসলে এ-ধরনের যন্ত্রণা শ্যামলেন্দুর পক্ষেও মনে হয় একটা বিলাসমাত্র। তার বেশী ভাবতে পারলাম কই? পরিচালক ব্যাপারটাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মত করে যদি দেখাতেন তবে সেখানে পেতাম কিছু সত্যাশ্রয়ী তাৎপর্য। ওর দুঃখবোধ বা অন্তর্দাহকে সংলাপালে অন্তরঙ্গতা আর সংশয়ের একটি দ্যোতনা অনস্বীকার্য। শ্যাম-লেন্দুর ছেলের ইংরাজী শব্দমিশ্রিত বাংলা চিঠিখানিও অপূর্ব।

দুই-একটি ব্যাপার অবশ্য অস্বস্তি-কর। যেমন, সার বরেনের (হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ধরন-ধারণ। ইংরাজ-অনুরাগী—তাই কি ওঁকে হাসাকর হতে হবে? সুদর্শনার প্রতি অভব্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও হবে? পার্টির দৃশ্যে শ্যামলেন্দুর বাবা-মাকে হাজির করে তাঁদের করুণার পাত্র করে তোলা; শেষ দৃশ্যপর্যায়ে লিফট অচল হয়ে যাওয়া; অফিসে আগত সুদর্শনাকে শ্যামলেন্দুর সোৎসাহে ডিরেকটরদের ঘর দেখানো—এ-সব জিনিস আমরা সত্যজিৎবাবুর পরিশীলিত চিত্রকর্ম আশা করি না, করি কি?

সংগীত ছবিটিতে অত্যন্ত পরিমিত—"প্রতিদ্বন্দ্বী" চিত্রে যেমন। এবং "প্রতিদ্বন্দ্বী"র মতই আবহসংগীত এখানে নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তাকে আলাদা করে কদাচ যেন অনুভব করা যায় না।

শ্রীরায়ের শিল্পী-নির্বাচন, বরাবরই যেমন, এ-ছবির বেলাতেও একরকম নিখুঁত। বরুণ চন্দকে শ্যামলেন্দুর

"সীমাবদ্ধ" চিত্রে অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায় সুন্দর মানিয়েছে। শঙ্করের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ, সাবলীল; চরিত্র অনুযায়ী মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত। পারমিতা চৌধুরীর দোলনের সর্বদাই সুখী সুখী ভাব; যার কোনও অভিযোগ নেই, ভাবনা-চিন্তাও না। তিনি খানিক মাধুর্য বিকিরণ করে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এঁরা দুজনেই নবাগত। শর্মিলার সুদর্শনা অবশ্য কিছু দুর্বোধ্য। তাঁর অভিনয়ও যেন ম্যানারাইজড এবং ওই চরিত্রের পক্ষে কিছু বেশী সফিসটিকেটেড। অধিকাংশ পার্শ্বচরিত্র সু-অভিনীত। শিল্পীদের মধ্যে আছেন: হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মল্লিক, মণি আয়ার, রীতা দেববর্মণ, দীপঙ্কর দে, প্রমোদ গঙ্গো-পাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য পারসোনেল অফিসার-বেশী শেষোক্ত শিল্পীর। রঙ্গব্যঞ্জ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের সঙ্গে অনেকে পরিচিত; সুদক্ষ চলচ্চিত্র-অভিনেতা রূপেও এবার তাঁকে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করা গেল।

নাট্যলোক ও চিত্রকথা

হোটেলে যাচ্ছে; ক্যাবারে নাচ দেখছে; পার্টিতে উপস্থিত থাকছে; আবার শ্যামলেন্দুর সঙ্গে রেসের মাঠে গিয়ে বাজিও ধরছে। এ-সবই যদি সে মানতে পারল, তবে শ্যামলেন্দুর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তার আপত্তি কেন? অথবা "মোহমুক্ত" হবার জন্য শ্যামলেন্দুর প্রোমোশন পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতেই বা হল কেন?

ছবিটির নির্মাণ-অঙ্গের প্রায় প্রতি দিকই উজ্জ্বল। পরিচালকের গল্প-উন্মোচনের ভঙ্গী যেমন আকর্ষক, তেমনই মনোগ্রাহী ছোট ছোট অলঙ্করণ। পরদায় পাশাপাশি শ্যামলেন্দুর জীবন-যাত্রার বিবিধ খণ্ডচিত্র সাজিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি চমৎকার। এক কথায় অনবদ্য এক কিংবা দেড় মিনিটের রঙিন বিজ্ঞাপন-চিত্রটি (বিষয়: হিন্দুস্থান পিটারস ফ্যান)। উপযুক্ত পরিবেশে ছবির ফোটোগ্রাফি এবং সম্পাদনা দুই-ই নিপুণ। লোকেশন আর স্টুডিও-দৃশ্য কখন কীভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তা প্রায় বোঝাই যাবে না। ছবির সংলাপাংশ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। "ভাল না খারাপ?"—সুদর্শনার এই বাক্যাংশকে শ্যামলেন্দু যেভাবে নিজের করে নিল সেই লক্ষ্য করবার মত। বৃহত্তর তাৎপর্যের কথা বাদ দিলেও ওই, সংলাপাংশে অন্তরঙ্গতা আর সংশয়ের একটি দ্যোতনা অনস্বীকার্য। শ্যাম-লেন্দুর ছেলের ইংরাজী শব্দমিশ্রিত বাংলা চিঠিখানিও অপূর্ব।

দুই-একটি ব্যাপার অবশ্য অস্বস্তি-কর। যেমন, স্যার বরেনের (হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ধরন-ধারণ। ইংরাজ-অনুরাগী—তাই কি ওঁকে হাসাকর হতে হবে? সুদর্শনার প্রতি অভব্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও হবে? পার্টির দৃশ্যে শ্যামলেন্দুর বাবা-মাকে হাজির করে তাঁদের করুণার পাত্র করে তোলা; শেষ দৃশ্যপর্যায়ে লিফট অচল হয়ে যাওয়া; অফিসে আগত সুদর্শনাকে শ্যামলেন্দুর সোৎসাহে ডিরেকটরদের ঘর দেখানো—এ-সব জিনিস আমরা সত্যজিৎবাবুর পরিশীলিত চিত্রকর্ম আশা করি না, করি কি?

সংগীত ছবিটিতে অত্যন্ত পরিমিত—"প্রতিদ্বন্দ্বী" চিত্রে যেমন। এবং "প্রতিদ্বন্দ্বী"র মতই আবহসংগীত এখানে নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তাকে আলাদা করে কদাচ যেন অনুভব করা যায় না।

শ্রীরায়ের শিল্পী-নির্বাচন, বরাবরই যেমন, এ-ছবির বেলাতেও একরকম নিখুঁত। বরুণ চন্দকে শ্যামলেন্দুর

"সীমাবদ্ধ" চিত্রে অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায় সুন্দর মানিয়েছে। শঙ্করের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ, সাবলীল; চরিত্র অনুযায়ী মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত। পারমিতা চৌধুরীর দোলনের সর্বদাই সুখী সুখী ভাব; যার কোনও অভিযোগ নেই, ভাবনা-চিন্তাও না। তিনি খানিক মাধুর্য বিকিরণ করে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এঁরা দুজনেই নবাগত। শর্মিলার সুদর্শনা অবশ্য কিছু দুর্বোধ্য। তাঁর অভিনয়ও যেন ম্যানারাইজড এবং ওই চরিত্রের পক্ষে কিছু বেশী সফিসটিকেটেড। অধিকাংশ পার্শ্বচরিত্র সু-অভিনীত। শিল্পীদের মধ্যে আছেন: হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মল্লিক, মণি আয়ার, রীতা দেববর্মণ, দীপঙ্কর দে, প্রমোদ গঙ্গো-পাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য পারসোনেল অফিসার-বেশী শেষোক্ত শিল্পীর। রঙ্গব্যঞ্জ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের সঙ্গে অনেকে পরিচিত; সুদক্ষ চলচ্চিত্র-অভিনেতা রূপেও এবার তাঁকে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করা গেল।

খুঁজে বেড়াই

(গীতালি পিকচারস)

এই ছবির নায়ক শঙ্কর ছিল, নায়করা যেমন হয়ে থাকে, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র; এবং অন্য সব দিক দিয়েও, যাকে আমরা বলি, ভাল ছেলে। আধুনিক-বাংলা-গান-জানা প্রণয়িনী সীমার পাশে বসে শঙ্কর স্বপ্ন দেখত: এম-এস-সি, রিসারচ ইত্যাদির পর সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, দু-জনে ঘর বাঁধবে। সেই শঙ্কর খারাপ হয়ে গেল, নাম লেখাল সমাজবিরোধী চোরাকারবারী দলে।

কেন খারাপ হল, পরিচালক শ্রীসলিল দত্ত সেই সব কারণ এ-গল্পের (পরিচালকেরই লেখা) বিবিধ ঘটনা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ছবিতে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কারণগুলি সংক্ষেপে এই রকম: (১) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আক্রোশবশত শঙ্করের বি এস-সি পরীক্ষার ফল খারাপ করিয়ে দেন, যার ফলে এম এস-সি পড়ার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত। (২) শঙ্করের মা নেই; বাবা ঘুষের টাকায় বড়লোক স্বার্থপর, স্নেহহীন—এক কথায় অশ্রদ্ধেয় এবং দূরের মানুষ। (৩) শঙ্করের প্রণয়িনী যদিও মনে হয় ওকে ভালবাসে, তবু সেই সীমাও নিজেদের সংসারের স্বার্থে এক ধনবান, প্রভাব-সম্পন্ন বন্ধুকে নিয়মিত সঙ্গ-সাহচর্য দিয়ে থাকে; ঘনিষ্ঠতা সেখানে কতদূর গড়ায় সেটা অবশ্য অস্পষ্ট। সীমা নাকি এ ব্যাপারে অসহায়। (৪) সীমাকে ওই পরিবেশ থেকে মুক্ত করবার জন্য শঙ্করের দরকার ছিল একটি চাকরির—যা সে দেখল, অভ্য।

বুঝতে হবে, শঙ্করের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশ প্রতিকূল। যেখানে কারও প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস সে রাখতে পারছে না। শঙ্কর যখন স্পষ্টই বুঝল, সীমার কাছে অর্থ আর প্রতিপত্তির মূল্য বেশী আর বাবাকে যখন আবিষ্কার করল গণিকালয়ে, অন্ধকার পথে নামতে তখন আর কোন দ্বিধা ওর মনে খচ্‌খচ্‌ল না।

সহজ অঙ্ক। মোটামুটি সরল ধারাতেই সেটা উপস্থিত করা হয়েছে। নায়কের ওই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর অভিজ্ঞতা, সে-সব আপনাকে সোজাসুজি ধরে নিতে হবে। বিশ্বাস্য কিনা প্রশ্ন তুললেই নানা স্তরে অসুবিধা দেখা দেবে। সে যাই হোক, পরিচালক পরদায় নাটক বেশ জমিয়ে দিয়েছেন। গল্পের (যদিও তা ছড়ানো এবং চরিত্র অনেক) গতিপথে সংঘাত-মুহূর্ত যথেষ্ট। উত্তেজনা, চমক ইত্যাদির পাশাপাশি ভাবাবেগের স্পর্শও দর্শক পাবেন। গুরুগম্ভীর কথার সঙ্গে ("শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা হারিয়ে গেছে" ইত্যাদি) আছে মিষ্টি-কড়া সংলাপের মজাও। যার লোলুপ দৃষ্টি সীমার প্রতি, শিল্পপতি-না-কী-যেন সেই ভূপতিকে অবজ্ঞাসূচক কথায় আর ব্যবহারে নায়ক যেভাবে অপদস্থ করল তা নিঃসন্দেহে দর্শকদের গরিষ্ঠাংশকে প্রীত করবে। এ-ছাড়া ছবিতে কোমর-দোলানো নাচ, গান (আধুনিক, ঠুংরি অঙ্গের গান ছাড়া আছে একটি বহু-ব্যবহৃত রবীন্দ্র-সংগীতও) এ-সবের আয়োজন পর্যাপ্ত।

অতএব বলা যায়, পরিচালক দর্শক-দের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থায় ফাঁক রাখেননি। তাই মূলবোধের ভাঙন, যুবক-চিত্ত হতাশার আক্রমণ ইত্যাদি (এ-সব তো আজকের চটকদার প্রসঙ্গ) দেখিয়ে পরিচালক তাঁর চোরাকারবারী দলভুক্ত নায়ককে অবিলম্বে এবং প্রায় অক্লেশে সুপথে ফিরিয়েও এনেছেন। সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের কেউ তখন আত্মগ্লানিতে দগ্ধ, অনুতপ্ত; কেউ প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত। কিছুকাল কারাবাসের পর বিশ্বাস-ফিরে-পাওয়া নায়ক প্রণয়িনীর সঙ্গে সুখে মিলিত হবে, এই অনুমানও ছবির শেষ দৃশ্যে অনায়াসে করা যায়।

চিত্রটির নির্মাণে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে। কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজই পরিচ্ছন্ন বলা যায়। শঙ্করের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নায়কোচিত অভিনয় করেছেন। অবশ্য ছাত্র হিসাবে তাঁকে কল্পনা করতে কিছু অসুবিধা হতে পারে। অপর্ণা সেন সীমা-চরিত্রে বাঞ্ছিত আলো-আঁধারি রচনা করেছেন। পরিশীলিত তাঁর অভিনয়। শঙ্করের সরলচিত্ত বড় ভাই হয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর এবং অভি-ব্যক্তিতে আন্তরিকতার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় জুঁই বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অভিনয় সম্পর্কেও ওই কথা বলা যায়। এ-ছাড়া দর্শকদের মনে বিশেষ রেখাপাত করেছেন বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, দিলীপ রায়।

জয় বাংলা

(মাদরাজ সিনে ল্যাবরেটরি)

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ইয়াহিয়া চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর পাক জঙ্গীশাহীর নৃশংস আক্রমণ, বাংলা দেশের মুক্তি-যুদ্ধ—মোটামুটি এই পটভূমিতে "জয় বাংলা" কাহিনী-চিত্রের বিস্তার। বিষয়-গৌরবে ছবিটি দর্শকদের উদ্দীপিত করবার কথা। যদি তাঁদের মনে বাঞ্ছিত সাড়া না জাগে, তবে চিত্রনাট্যের গঠনগত দুর্বলতা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার ত্রুটি তার প্রধান কারণ। রূপায়ণেও পরিচালকের (উমাপ্রসাদ মৈত্র) কল্পনা-শক্তি অথবা প্রত্যাশিত নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না।

তৈরি করা গল্পটি এমনিতে খুবই সরল। তবুও তার বিন্যাস এবং উপস্থাপনা অন্তত আরও সংহত ও

মমতা চট্টোপাধ্যায় (জাহানারা)

বলিষ্ঠ হতে পারত। অধিকাংশ দৃশ্য-পর্যায়, দুঃখের বিষয়, কৃত্রিম মনে হয়। ছবিটিতে মাঝে মাঝে তথ্যচিত্রের কিছু কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সেইসব জায়গা অবশ্যই প্রামাণিক, যেখানে আছে জ্বলন্ত ইতিহাসের স্বাক্ষর। এ-ছাড়া কিছু কিছু আবেগ-মুহূর্তের আবেদনও অনস্বীকার্য।

দুই বাংলার বহু শিল্পী ছবিটিতে অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য মমতা চট্টোপাধ্যায় (জাহানারা) ও শ্যামলেন্দু পালের (তাহের) অভিনয়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মুক্তি-সেনানী) অভিনয়ও দর্শকদের মনে কিছু ছাপ রাখে। এ-ছাড়া বাংলাদেশের দুই কবির ভূমিকায় সুচিত্রা মিত্র ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে অনুভব করা যায় আন্তরিকতার স্পর্শ। শ্রীমতী মিত্রের কণ্ঠে "আমার সোনার বাংলা" গানটি শুনতে খুবই ভাল লাগল। শুধু দুঃখের কথা এই, পরিচালক এটি প্রয়োগ করেছেন অস্থানে—এক বিভীষিকর দৃশ্যে।

'রক্তাক্ত আফ্রিকা' সংবর্ধিত

বিখ্যাত যাত্রাদল নবরঞ্জন অপেরার নতুন পালা 'রক্তাক্ত আফ্রিকা' বিষয়বস্তুর দিক থেকে, অভিনয়ে ও পরিচালনা-কৃতিত্বের জন্য পর পর কয়েকটি আসরে দর্শক সংবর্ধনা অর্জন করেছে। শম্ভু বাগ রচিত পালাটি পরিচালনা করেন রমেন লাহিড়ী এদলের 'পেশোয়া বাজী-রাও' সুখ্যাতি পায়। এর পরিচালনা ও অভিনয়ে আছেন তপনকুমার। আজ থেকে কোলিয়ারী অঞ্চলে দলটির গাওনা শুরু হবে।

প্রতিযোগিতা

নবীন সঙ্ঘ আয়োজিত পঞ্চম বর্ষ একাঙ্ককা অভিনয় প্রতিযোগিতার আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৫ অকটোবর। ঠিকানা: ভট্টাচার্যপাড়া, তালপুকুর, ২৪ পরগণা।

ব্লাইট ফিউচার সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক একাংকিকা অভিনয় প্রতিযোগিতার আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৮ অকটোবর। ঠিকানা: রামসাগর রোড, তমলুক, মেদিনীপুর।

নক্ষত্র দলের নিয়মিত অভিনয়

খ্যাতনামা নাট্যদল নক্ষত্র আগামী ১ অকটোবর থেকে প্রতি শনিবার নিয়মিত অভিনয় পরিবেশন করবেন থিয়েটার সেনটারে। মোহিত চ্যাটারজির 'ক্যাপটেন হুররা' ও নন্দেন্দু সেনের 'নয়ন কবীরের পালা' একান্তরক্রমে এখানে পরিবেশিত হবে। এ ছাড়া অবনীন্দ্র জন্মশতবর্ষ স্মরণে এঁরা অবনীন্দ্রনাথ নাটারূপায়িত পরশুরামের 'স্বর্ণকর্ণপালা' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্বরূপায় 'মহেঞ্জোদড়ো'

তরুণ অপেরার নতুন পালা শম্ভু বাগের 'মহেঞ্জোদড়ো' আগামী ১ অকটোবর পুনরভিনীত হবে সন্ধ্যা ৬টায়। পালা পরিচালনা অমর ঘোষের। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন শান্তিগোপাল ও বর্ণালী।

প্রিমরোজের উৎসব

শ্রীরামপুর **প্রিমরোজের মিউজিক্যাল এসোসিয়েশনের** ৭৭ বৎসর পূর্তি উপ-লক্ষে আয়োজিত আটদিনব্যাপী অভিনয় প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ তিনটি স্থান অধি-কার করেন যথাক্রমে **লোকরঙ্গ** (মহা-কাব্য), **ইউনিটি থিয়টার** (ইতিহাস কাঁদে) ও **অনির্বাণ** 'তালাচাবির যুদ্ধ'।

বিখ্যাত যাত্রাদল লোকনাট্যর নতুন প্রযোজনা উৎপল দত্তর 'জয় বাংলা' আগামী ৬ অকটোবর সন্ধ্যা ৬টায় পুনরভিনীত হবে একাডেমি অভ ফাইন আরটস মঞ্চে। শ্রীদত্ত নিজেই এর নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

বিজয়ার
সাদর সম্ভাষণ জানাই আমাদের অসংখ্য গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণকে।
রোলাক্স আজ সর্বজনবিদিত।
স্থায়িত্বে ও গুণে অদ্বিতীয় ব'লে স্বীকৃত।

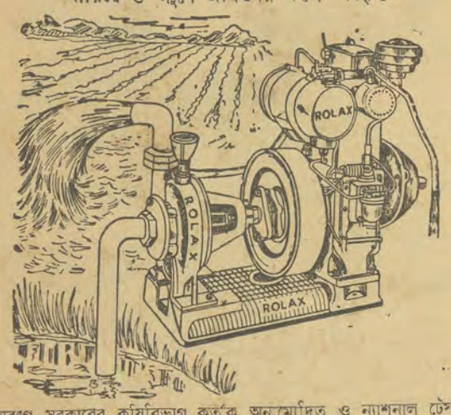

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ও ন্যাশনাল টেস্ট হাউস আলিপুর কর্তৃক আই এস পারফরমান্স অনুযায়ী পরীক্ষিত ও 'এ' ক্লাস সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত। ইহা ব্যাঙ্ক ও স্থানীয় ব্লকের মাধ্যমে কিস্তিতে পাওয়া যায়।
যোগাযোগ করুন: স্থানীয় পরিবেশক
অথবা
রাস্টন এণ্ড ক্রম্পটন মেসিনস্
সাপ্লাই কোং
২১এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১
(কানিং স্ট্রীট, দ্বিতল) ফোন: ২২-৬১৭৮, ১১১৯, ৭৩১৭।
পরিবেশকবৃন্দ:—
১। মেসার্স এস, কে, বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্স—রাণাঘাট ১নং রেল গেট, পোঃ বনগাঁও, ২৪ পরগণা; ২। মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডিং কোং—ইটিণ্ডা রোড (জামরুলতলা) বসিরহাট, ২৪ পরগণা; ৩। মেসার্স সুধা কমার্সিয়াল এজেন্সী—এল, এম, ঘোষ রোড (পেট্রল পাম্পের সন্নিকটে), কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৪। মেসার্স কৃষাণী—নতুন বাজার আরামবাগ, হুগলী। ৫। মেসার্স ঘোষ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং—গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ৬। মেসার্স ন্যাশনাল সেলস এজেন্সী—৭৪, সু